আমাদের পড়ালেখা

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য

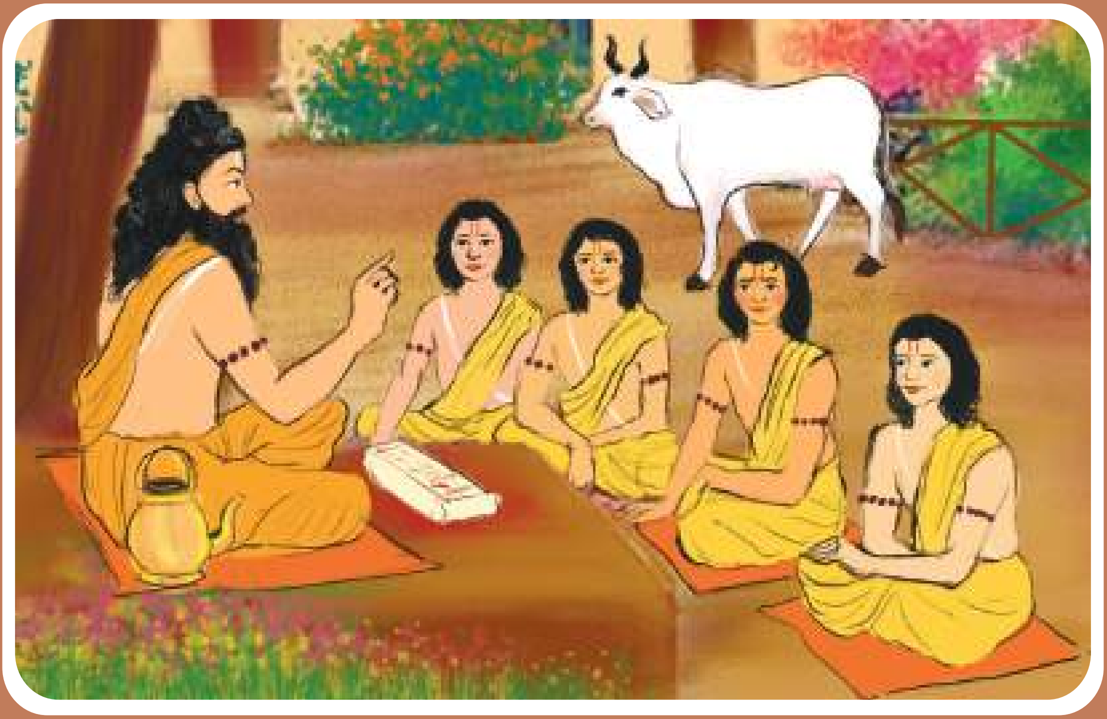

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।”

–শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৮/৫।

“যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।”

–রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

“নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে।”

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘ভক্তি’ আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই।

–বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

“খাও বা না খাও, ছেলে–মেয়েকে শিক্ষা দাও।”

–হরিচাঁদ ঠাকুর।

“মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।”

–শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র।

“মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগৎ গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।”

–শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর।

আমাদের পড়ালেখা

(ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

সম্পাদনা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি

দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও
এ, এম, জহিরুল হায়াত
নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
তাপস কুমার আচার্য্য
মোঃ নুরুজ্জামান
মোঃ মনির হোসেন মজুমদার
নিবাস চন্দ্র মাঝি
অসীম চৌধুরী
কাকলী রানী মজুমদার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদের পড়ালেখা

(ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

সম্পাদনায়	:	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি
স্বত্ব	:	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়	:	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ সংখ্যা	:	৪৩,৫০০ কপি
প্রথম প্রকাশকাল	:	আষাঢ়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ/ জুন, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ
বাইশতম প্রকাশকাল	:	অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
মুদ্রণ ও বাঁধাই	:	প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ৭৬/ই, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের অধীন ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে সমগ্র বাংলাদেশে ১,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। যার মাধ্যমে বছরে ৪২,০০০ জন শিক্ষার্থী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। সমাজ ও দেশের টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে মূলত মানসম্মত শিক্ষার উপর। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর একাংশকে বাদ দিয়ে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সরকার দেশের নিরক্ষরতার হার দূরীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাজে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ প্রদানে বদ্ধপরিকর। সরকারের এই ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণেই **"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম"** শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান প্রদান ও পাঠের প্রতি আগ্রহীকরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় **"আমাদের পড়ালেখা"** নামক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

"আমাদের পড়ালেখা" বইটি বয়স্কদের জন্য তাদের বয়স উপযোগী এবং সহজ, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠের বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। **"আমাদের পড়ালেখা"** বইটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটির বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যাঁরা পাঠের বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয়করণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটির বাইশতম মুদ্রণকালে মুদ্রণজনিত ক্রটিবিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলক্রটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানাচ্ছি এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এছাড়াও, বইটির মানোন্নয়নে যেকোনো ধরনের গ্রহণযোগ্য ও সুচিন্তিত মতামত সাদরে গৃহিত হবে।

পরিশেষে, **"আমাদের পড়ালেখা"** বইটি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুতকরণে শিক্ষার্থীর জীবনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে মর্মে আশা করছি।

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

সূচিপত্র

পাঠক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
পাঠ-১ থেকে ১৪	স্বরবর্ণ শিখি	৫-১৮
পাঠ-১৫ থেকে ৫৬	ব্যঞ্জনবর্ণ শিখি	১৯-৬০
পাঠ-৫৭ থেকে ৫৮	স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ শিখি	৬১-৬২
পাঠ-৫৯ থেকে ৬০	বর্ণযোগে শব্দ গঠন করি	৬৩-৬৪
পাঠ-৬১	শূন্যস্থানে সঠিক বর্ণ বসিয়ে শব্দ গঠন করি	৬৫
পাঠ-৬২	বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্য জেনে নিই	৬৬
পাঠ-৬৩ থেকে ৬৬	বিভিন্ন সচেতনতামূলক গল্প শুনি	৬৭-৭৩
পাঠ-৬৭ থেকে ৬৯	সংখ্যা চিনি, পড়ি ও গণনা করি	৭৫-৭৭
পাঠ-৭০ থেকে ৮৫	ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি	৭৮-৯৩
পাঠ-৮৬ থেকে ৮৮	অনুশীলন করি	৯৪-৯৬
পাঠ-৮৯ থেকে ৯৩	যোগের ধারণা ও অনুশীলন করি	৯৭-১০১
পাঠ-৯৪ থেকে ৯৭	বিয়োগের ধারণা ও অনুশীলন করি	১০২-১০৭
পাঠ-৯৮ থেকে ১০২	গুণের ধারণা ও অনুশীলন করি	১০৮-১৪৪
পাঠ-১০৩ থেকে ১০৫	ভাগের ধারণা ও অনুশীলন করি	১১৫-১১৮
পাঠ-১০৬	বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রা ও নোট চিনি	১১৯
পাঠ-১০৭	বিভিন্ন দেশের মুদ্রা চিনি	১২০
পাঠ-১০৮ থেকে ১১০	বিভিন্ন পরিমাপের ধারণা শিখি	১২১-১২৩
পাঠ-১১১ থেকে ১১২	দেখি ও বলি (আকৃতি চিনি)	১২৪-১২৫
পাঠ-১১৩ থেকে ১১৪	ভগ্নাংশের ধারণা শিখি	১২৬-১২৭
পাঠ-১১৫	দিন, সপ্তাহ ও মাস, সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টা শিখি	১২৮
পাঠ-১১৬ থেকে ১১৮	দিন ও মাসের নাম শিখি	১২৯-১৩১
পাঠ-১১৯ থেকে ১২১	জোড় ও বিজোড় সংখ্যা শিখি	১৩২-১৩৪
পাঠ-১২২	বাংলাদেশের বিভাগ ও জেলার সাথে পরিচিতি হই	১৩৫-১৩৬
পাঠ-১২৩	বিশ্ব পরিচিতি	১৩৬

পাঠ–১

অ अ

অবতার

অবতার রূপে ঈশ্বর আসেন,
দুষ্ট ভীত, শিষ্ট হাসেন।

অ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমনঃ অতল, অধর, অনল (আগুন), অমল, অলস, অভয়, অগ্নি ইত্যাদি। অ লিখিতে শিখি-

অ অ অ অ

"অজ্ঞ হওয়া যতনা লজ্জার বিষয়, তার চেয়ে বেশি লজ্জার বিষয় শিখতে না চাওয়া।"

পাঠ–২

আ

আ

আম

আম হলো ফলের রাজা,
খেতে লাগে ভারি মজা।

আ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: আমড়া, আলু, আউশ, আতা, আতপ, আমরা, আমলকি ইত্যাদি। আ লিখতে শিখি-

আ আ আ আ

“আত্মা রূপে ঈশ্বর জীবের মধ্যে বাস করেন।”

পাঠ–৩

ই ই

ইলিশ

ইলিশ হলো মাছের রাজা,
ধরলে জাটকা পাবেন সাজা।

ই–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ইট, ইচ্ছা, ইন্দ্র (স্বর্গের দেবতা), ইঁদুর, ইতি, ইহা ইত্যাদি। ই লিখতে শিখি-

ই ই ই ই

“ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।”

পাঠ– ৪

ঈ

ई

ঈশ্বর

ঈশ্বরকে ডাকুন,
সৎ পথে থাকুন।

ঈ– দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঈগল, ঈষৎ (অল্প, সামান্য), ঈর্ষা (হিংসা), ঈশান ইত্যাদি। ঈ লিখতে শিখি-

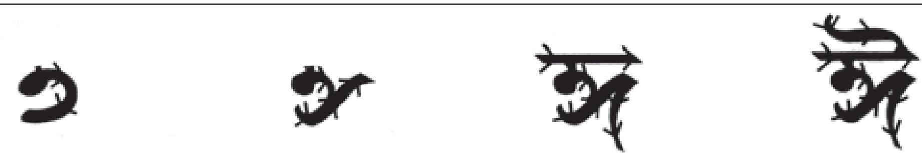

ঈ ঈ ঈ ঈ

"ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে।"

পাঠ–৫

উ ও

উমা

উমা মাকে ডাকি,
সৎ পথে থাকি।

উ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: উঁই, উট, উকুন, উদর, উঁচু, উনুন, উঠোন, উপনিষদ্ ইত্যাদি। উ লিখতে শিখি-

উ উ উ উ

“উগ্রভাব ভালো নয়, তাতে অশান্তি হয়।”

পাঠ–৬

ঊ ঊ

ঊর্মি

ঊর্মি মালা দোলে,
নীল সাগরের কোলে।

ঊ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঊর্ধ্ব, ঊষর, ঊর্মিলা ইত্যাদি।

ঊ লিখতে শিখি-

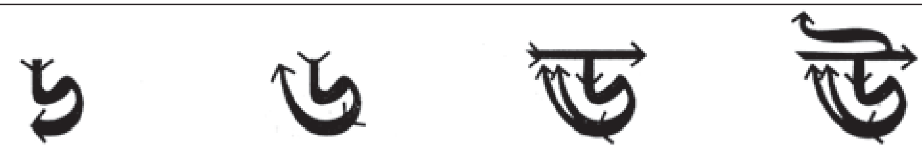

ঊ ঊ ঊ ঊ

"ঊষাকালে ঘুম থেকে উঠলে শরীর ভালো থাকে।"

পাঠ– ৭

ঋ

ঋষি

ঋষি করেন ধ্যান,
তাঁর অনেক জ্ঞান।

ঋ– দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঋক্, ঋণ, ঋতু, ঋত্বিক (পুরোহিত), ঋভু ইত্যাদি। ঋ লিখতে শিখি-

ঋ ঋ ঋ ঋ

"ঋণ করা ভালো নয়।"

পাঠ–৮

এ

একতারা

একতারা কয় দেশের কথা,
বাউল তোলে সুরের গাঁথা।

এ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: একতা, একলা, একাদশী, একটি, এলাচি ইত্যাদি। এ লিখতে শিখি-

এ এ এ এ

"একতাই বল।"

পাঠ–৯

ঐ ঐ

ঐক্য

ঐক্য হলে বাড়ে শক্তি,
বিপদে তাতে পাবে মুক্তি।

ঐ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঐতিহ্য, ঐরাবত , ঐশী, ঐকতান, ঐশ্বর্য ইত্যাদি। ঐ লিখতে শিখি-

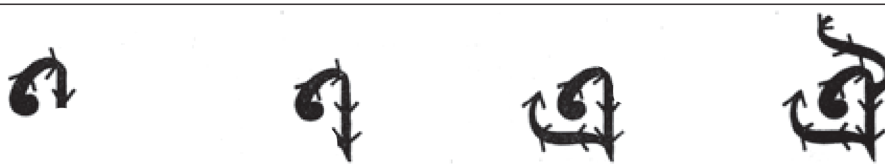

ঐ ঐ ঐ ঐ

"ঐক্যেই শক্তি, ঐক্যেই বল।"

পাঠ–১০

ও ओ

ওজন

সঠিক ওজন দাও,
মূল্য বুঝে নাও ।

ও–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ওল, ওড়না, ওঙ্কার, ওষ্ঠ (ঠোঁট), ওঝা ইত্যাদি। ও লিখতে শিখি-

ও ও ও ও

“ওষ্ঠে সদা ধ্বনিত হোক ওঙ্কার।”

পাঠ–১১

ঔ औ

ঔষধ

ঔষধ খাই রোগ হলে,
ডাক্তার যদি দেয় বলে।

ঔ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঔদার্য, ঔপনিবেশিক, ঔরস ইত্যাদি। ঔ লিখতে শিখি-

ঔ ঔ ঔ ঔ

ঔ ঔ ঔ ঔ

"ঔদার্য মহৎ গুণ।"

পাঠ–১২

স্বরবর্ণ চিনে নিই

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

কোনটি কি বলি

অ	এ	ও	ই
উ	আ	ঈ	ঔ
	ঋ	ঐ	ঊ

"অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনেই সমদোষী।"

খালি ঘরে সঠিক বর্ণ বসাই

অ		ই	ঈ
	উ	ঋ	
এ			ঔ

"কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হও"।

পাঠ–১৪

স্বরচিহ্ন জেনে নিই

আ – া	ই – ি
ঈ – ী	উ – ু
ঊ – ূ	ঋ – ৃ
এ – ে	ঐ – ৈ
ও – ো	ঔ – ৌ

"স্বর চিহ্নকে 'কার' বলে।"

পাঠ–১৫

ক ক

কাজ

কাজ-কর্মে দিলে মন,
উন্নতি যে হয় তখন।

ক–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: কলা, কলম, কলস, কলমি, কদম, কমলা ইত্যাদি। ক লিখতে শিখি-

ক ক ক ক

“কথা কম, কাজ বেশি।”

পাঠ–১৬

খ

ଖ

খাতা

খাতা কলম বই হাতে,
স্কুলে যাই এক সাথে।

খ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: খাল, খাম, খাট, খুকু, খুশি, খামার ইত্যাদি। খ লিখতে শিখি-

খ খ খ খ

“খগপতি গরুড়ের মত বিষ্ণুভক্ত হও।”

পাঠ–১৭

গ গ

গরু

গরু অনেক উপকারী,
সবাই মিলে খামার গড়ি।

গ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: গগন, গঙ্গা, গণেশ, গাছ, গীতা, গোপাল, গোবিন্দ, গৃহ ইত্যাদি। গ লিখতে শিখি-

গ গ গ গ

“গীতা পাঠে জ্ঞান বাড়ে।”

পাঠ–১৮

ঘ ঘ্

ঘড়ি

ঘড়ির কাঁটা টিক টিক,
কাজ করি ঠিক ঠিক।

ঘ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঘর, ঘট, ঘি, ঘাস, ঘাট ইত্যাদি।

ঘ লিখতে শিখি-

ঘ ঘ ঘ ঘ

"ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত"।

পাঠ–১৯

ঙ

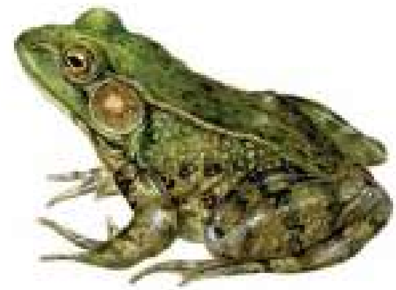

ঙ

ব্যাঙ

ব্যাঙ অনেক উপকারী,
আসুন তাকে রক্ষা করি।

ঙ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঢঙ, ডাঙা, ভাঙা, অঙ্ক, শঙ্খ গঙ্গা, বঙ্গ, মঙ্গল, রঙ, রঙ্গ, সঙ্গ ইত্যাদি। ঙ লিখতে শিখি-

ঙ ঙ ঙ ঙ

> “অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো।”

পাঠ–২০

চ

च

চাঁদ

রাতের আকাশে চাঁদের হাসি,
পূলক জাগে রাশি রাশি।

চ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: চক, চটি, চাবি, চাল, চিনি, চিঠি ইত্যাদি। চ লিখতে শিখি-

চ চ চ চ

"চলার পথে সতর্ক থাকবে।"

পাঠ–২১

ছ ছ

ছবি

ছবির দেশ কবিতার দেশ,
আমাদের এই বাংলাদেশ।

ছ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ছই, ছড়ি, ছাত্র, ছাতা, ছানা, ছাগল, ছড়া, ছেলে ইত্যাদি। ছ লিখতে শিখি-

ছ ছ ছ ছ

"ছল করলে পাপ হয়।"

পাঠ–২২

জ

ज

জল

নিয়মিত খেলে বিশুদ্ধ জল,
থাকবো সবাই সুস্থ সবল।

জ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: জগ, জপ, জামা, জন, জাম, জীব, জড়, জগৎ ইত্যাদি। জ লিখতে শিখি-

জ জ জ জ

"বিশুদ্ধ জলের আরেক নাম জীবন।"

পাঠ-২৩

ঝ

ঝ

ঝড়

ঝড় বয় ভয় হয়,
রক্ষা কর দয়াময়।

ঝ-দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঝাড়ু, ঝাল, ঝুড়ি, ঝিলিক, ঝিনুক, ঝাঁক ইত্যাদি। ঝ লিখতে শিখি-

ঝ ঝ ঝ ঝ

"ঝড় বাদলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।"

পাঠ–২৪

ঞ ঞ

ঞ

সঞ্চয়ের অভ্যাস করি,
স্বনির্ভর দেশ গড়ি।

ঞ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: মিঞা, মঞ্চ, সঞ্জয়, বাঞ্ছা, রঞ্জন ইত্যাদি।

ঞ লিখতে শিখি-

ঞ ঞ ঞ ঞ

"সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি আসে।"

পাঠ–২৫

ট ট

টমেটো

টমেটোর অনেক পুষ্টিগুণ,
অধিক হারে চাষ করুন।

ট–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: টক, টব, টগর, টাকা, টিন ইত্যাদি। ট লিখতে শিখি-

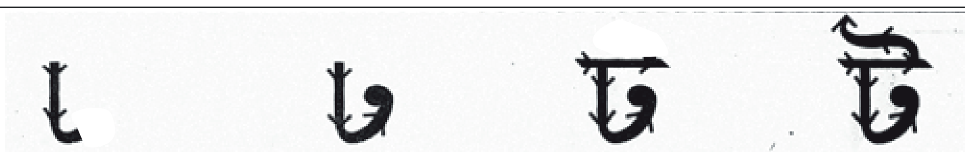

ট ট ট ট

“টাকা নয়, ধর্মই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।”

পাঠ–২৬

ঠ

ঠ

ঠান্ডা

ঠান্ডা লাগলে অসুখ হয়,
সজাগ থাকবো সব সময়।

ঠ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঠোঙা, ঠাকুর, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা ইত্যাদি।

ঠ লিখতে শিখি-

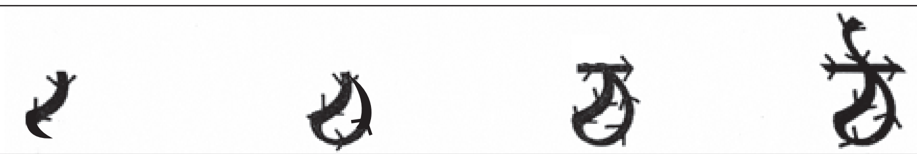

ঠ ঠ ঠ ঠ

“ঠকানো পাপ, কাউকে ঠকাবো না।”

পাঠ–২৭

ড ড

ডাল

নিয়মিত ডাল খেলে,
আমিষের অভাব যাবে চলে।

ড–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ডাব, ডাক, ডাটা, ডানা, ডিম, ডুমুর, ডাহুক, ডঙ্কা, ডমরু ইত্যাদি। ড লিখতে শিখি-

ড ড ড ড

"ডাকার মতো ডাকলে ঈশ্বর সাড়া দেন।"

পাঠ–২৮

ঢ ঢ

ঢাকনা

ঢাকনা দিয়ে খাবার ঢাকি,
রোগ-বালাই দূরে রাখি।

ঢ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ঢল, ঢাক, ঢাল, ঢালু, ঢেঁকি, ঢিলা, ঢিল, ঢুলি ইত্যাদি। ঢ লিখতে শিখি-

ঢ ঢ ঢ ঢ

“ঢাল আমাদের সত্য, ন্যায় আমাদের অস্ত্র।”

পাঠ–২৯

ণ ণ

লবণ

লবণ খাব আয়োডিনযুক্ত,
থাকবো সবাই রোগমুক্ত।

ণ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: বর্ণ, কর্ণ, চূর্ণ, পূর্ণ, বীণা, হরিণ, বাণী, তর্পণ, নিপুণ ইত্যাদি। ণ লিখতে শিখি-

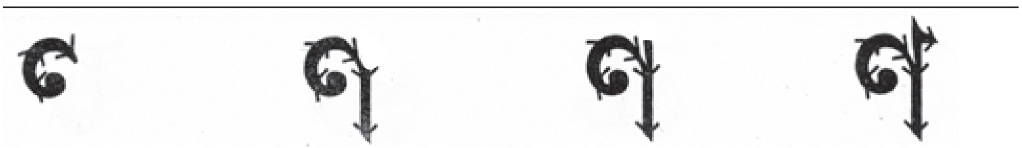

ণ ণ ণ ণ

"ঈশ্বর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

পাঠ–৩০

ত त

তীর্থ

তীর্থ ভ্রমণ করলে পরে,
মনের কালিমা যাবে দূরে।

ত–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: তক্তা, তটী, তরু, তাক, তাঁত, তনয়, তীর, তবলা, তাঁতি, তাল ইত্যাদি। ত লিখতে শিখি-

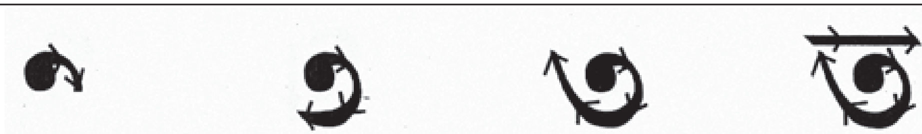

ত ত ত ত

"তীর্থ ভ্রমণে পুণ্য হয়।"

পাঠ–৩১

থ থ

থালা

থালায় আছে খই,
ভাঁড়ে আছে দই।

থ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: থলি, থাকা, থাবা, থোক ইত্যাদি।

থ লিখতে শিখি-

থ থ থ থ

“থাকতে হবে সৎ, হবো না অসৎ।”

পাঠ–৩২

দ द

দান

দান হলো বড় ধর্ম,
করি যেন সেই কর্ম।

দ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: দই, দরিদ্র, দুপুর, দশ, দিবস, দাঁত, দল, দিন, দুধ, দরদ ইত্যাদি। দ লিখতে শিখি-

দ দ দ দ

“দয়া করো দীন জনে।”

পাঠ–৩৩

ধ ধ

ধান

চাষি চাষ করে ধান,
বাঁচে প্রাণ, বাড়ে মান।

ধ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ধন, ধনুক, ধীর, ধার, ধরণী, ধনী ইত্যাদি। ধ লিখতে শিখি-

ধ ধ ধ ধ

“ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।”

পাঠ–৩৪

ন

ন

নদী

নদীর তীরে দুলছে কাশ,
জলে সাঁতার কাটছে হাঁস।

ন–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: নখ, নল, নকুল, নগর, নাক, নাম, নাটক, নারী, নাচ ইত্যাদি। ন লিখতে শিখি-

ন ন ন ন

“নরকে যায় পাপীরা, তাই পাপ করবো না।”

পাঠ–৩৫

প प

পাট

পাট হলো সোনালি আঁশ,
বেশি করে করুন চাষ।

প–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: পড়া, পণ, পতি, পথ, পদ্য, পা, পান, পাল, পাখি, পলি ইত্যাদি। প লিখতে শিখি-

প প প প

“পরোপকারও ধর্ম।”

পাঠ–৩৬

ফ ফ

ফল

কাঁঠাল ফলের রাজা,
খেতে খুব মজা।

ফ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ফটক, ফণী, ফুল, ফাঁদ, ফাঁক, ফসল, ফড়িং ইত্যাদি। ফ লিখতে শিখি-

ফ ফ ফ ফ

"ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।"

পাঠ–৩৭

ব 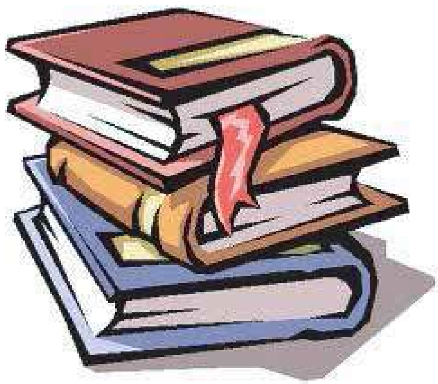 ব

বই

বই পড়ি বেশি বেশি,
জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ করি।

ব–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: বিড়াল, বক, বট, বাঁশি, বল, বীর, বাঁধ, বাবা, বাড়ি, বেল ইত্যাদি। ব লিখতে শিখি-

ব ব ব ব

“বৃথা বাক্য ব্যয় করো না।”

পাঠ–৩৮

ভ

ম

ভাত

ভাত খাই মাছ খাই,
সুস্থ-সবল থাকা চাই।

ভ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: ভয়, ভীত, ভালো, ভাগ, ভুল, ভজন, ভুবন ইত্যাদি। ভ লিখতে শিখি-

ভ ভ ভ ভ

"ভগবান ভক্তকে ভালোবাসেন।"

পাঠ–৩৯

ম 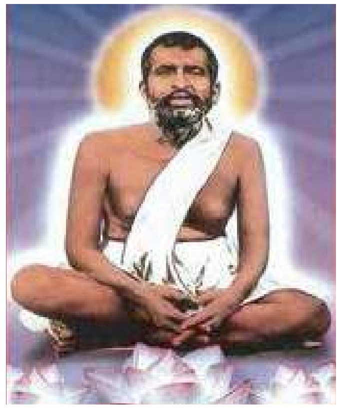

মানুষ

মানুষ হলো সেরা জীব,
তারই মাঝে আছেন শিব।

ম–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: মই, মঠ, মণ, মিঠা, মধু, মুখ, মাছ, মাঝি ইত্যাদি। ম লিখতে শিখি-

ম ম ম ম

"মায়ের মতো আপন কেহ নাই।"

পাঠ–৪০

য

য

যন্ত্র

যন্ত্র দিয়ে চাষ করি,
উন্নত দেশ গড়ি।

য–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: যব, যমজ, যাদু, যদু, যম ইত্যাদি।

য লিখতে শিখি-

য য য য

"যথাসাধ্য দান করবো।"

পাঠ–৪১

র 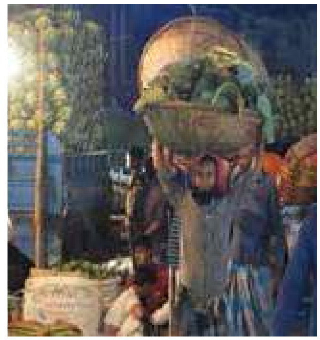

রাত

রাত-দিন কাজ করি,
সবে মিলে দেশ গড়ি।

র–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: রথ, রস, রবি, রমা, রজনী, রাবণ, রক্ত, রতন ইত্যাদি। র লিখতে শিখি-

র র র র

“রামের মতো পিতৃভক্ত হবো।”

পাঠ–৪২

ল ল

লক্ষ্মী

মা লক্ষ্মী ধনের দেবী,
প্রতি গৃহে তাঁকে পূঁজি।

ল–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: লবণ, লাঠি, লিচু, লাল, লতা, লাটিম, লেবু ইত্যাদি। ল লিখতে শিখি-

ল ল ল ল

“লক্ষ্য স্থির করে কাজ করবো।”

পাঠ–৪৩

শ শ

শাক

শাকে থাকে ভিটামিন,
শাক খাব তাই প্রতিদিন।

শ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: শখ, শাড়ি, শাপলা, শিক্ষক, শনি, শিব, শকুন, শূন্য ইত্যাদি। শ লিখতে শিখি-

শ শ শ শ

“শত বিপদেও ধৈর্য হারাবো না।”

পাঠ–৪৪

ষ

গ্রীষ্ম

বর্ষা

শরৎ

ষ

হেমন্ত

শীত

বসন্ত

ষড়

ষড় বলতে বুঝায় ছয়,
ছয় ঋতুতে বছর হয়।

ষ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: মহিষ, ষাট, ষাঁড়, ষোলো, কৃষক, বর্ষা ইত্যাদি।

ষ লিখতে শিখি-

ষ ষ ষ ষ

“ষড় রিপুকে দমন করবো।”

পাঠ–৪৫

স स

সূর্য

পূর্ব দিকে সূর্য আসে,
লাল আলোতে ভূবণ হাসে।

স–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: সখা, সাত, সেতু, সংগীত, সনাতন, সাবান, সাগর, সুন্দর ইত্যাদি। স লিখতে শিখি-

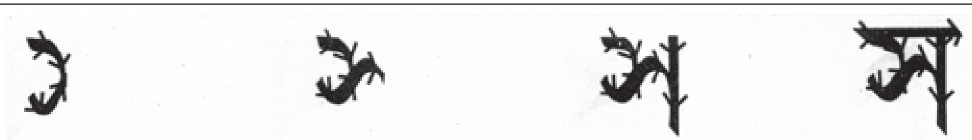

স স স স

“সত্যই ধর্ম।”

হ ह

হাত

হাতে হাত ধরি,
মিলে মিশে চলি।

হ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: হর, হরি, হলুদ, হাঁট, হার, হাজার, হাম, হাতি ইত্যাদি। হ লিখতে শিখি-

হ হ হ হ

"হাতে কাম, মুখে নাম।"

পাঠ–৪৭

ড়

দড়ি

পাট দিয়ে হয় দড়ি,
দাদুর হাতে সাদা ছড়ি।

ড়–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি, দড়ি, ছড়ি, পড়ি ইত্যাদি। ড় লিখতে শিখি

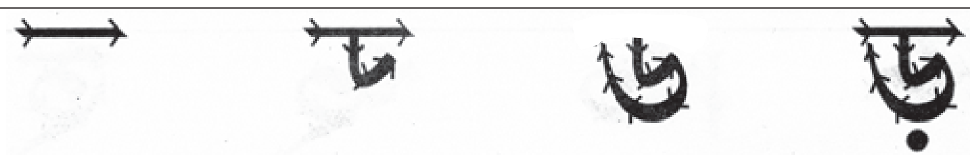

ড় ড় ড় ড়

"বড়ো যদি হতে চাও, ছোটো হও তবে।"

পাঠ–৪৮

ঢ়

আষাঢ়

আষাঢ় মাসে বৃষ্টি শেষে,
মাঠ সাজে নতুন বেশে।

ঢ়–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: গাঢ়, গূঢ়, মূঢ়, দৃঢ় ইত্যাদি।
(ঢ় বর্ণটি শব্দের শেষ বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়)।

ঢ় লিখতে শিখি-

ঢ় ঢ় ঢ় ঢ়

"দৃঢ়চেতা হবো।"

পাঠ–৪৯

য়

ময়না

ময়না পাখির বোল,
প্রাণে জাগায় দোল।

য়–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: যায়, খায়, বায়না, আয়না, চায় ইত্যাদি।
(য় বর্ণটি শব্দের প্রথম বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না)।

য় লিখতে শিখি-

য় য় য় য়

"সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়।"

পাঠ–৫০

ৎ

শরৎকাল

শরৎকালে কাশফুল,
সাদা মেঘে মন আকুল।

ৎ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: চিৎ, মৎস্য, উৎস, বৎস, হঠাৎ ইত্যাদি।
(ৎ বর্ণটি শব্দের প্রথম বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না)।
ৎ লিখতে শিখি-

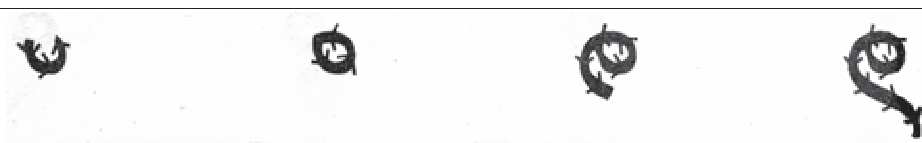

ৎ ৎ ৎ ৎ

“সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।”

পাঠ–৫১

ং

রংধনু

সাতটি রংয়ের খেলা,
বে-নী-আ-স-হ-ক-লা।

ং–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: রং, সং, হংস, কংস, বংশ, ধ্বংস ইত্যাদি। (ং বর্ণটি শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয় না)।

ং লিখতে শিখি-

ং ং ং ং

"সংযমী থাকাও ধর্ম।"

পাঠ–৫২

ঃ

দুঃখ

দুঃখ থেকে শিক্ষা নিন,
উপার্জনে মন দিন।

ঃ–দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: অতঃপর, মনঃপুত, মনঃপ্রাণ, নিঃসহায় ইত্যাদি। (ঃ বর্ণটি শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয় না)।
ঃ লিখতে শিখি-

ঃ ঃ ঃ ঃ

"সুখে-দুঃখে যিনি অবিচল থাকেন, তিনিই ধার্মিক।"

পাঠ–৫৩

ঁ

চাঁদ

রাতের আকাশে চাঁদের হাসি,
আমরা সবাই ভালোবাসি।

ঁ –দিয়ে আরও অনেক শব্দ হয়। যেমন: হাঁস, বাঁশ, ইঁদুর, বাঁকা, বাঁধন ইত্যাদি।
(ঁ বর্ণটি শব্দে অন্য বর্ণের মাথায় যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।)

ঁ লিখতে শিখি-

ঁ ঁ ঁ ঁ

“প্রত্যহ দাঁত মাজা উচিত।”

পাঠ–৫৪

ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

পাঠ–৫৫

খালি ঘরে সঠিক বর্ণ বসাই

ক		গ		ঙ
চ	ছ		ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড		ণ
ত		দ	ধ	ন
প	ফ		ভ	ম
য		ল	শ	ষ
স	হ	ড়		য়
	ং	ঃ	ঁ	

পাঠ–৫৬

কোনটি কি বলি

ছ	ক	ট	ত	প
ঢ	ৎ	খ	ঠ	থ
দ	ণ	জ	গ	ড
ঁ	ধ	ড়	ঝ	ঘ
শ	ব	ং	ফ	ঞ
স	ল	ম	য	ঙ
হ	ষ	র	ভ	ঢ়
য়	চ	ন	ঃ	

পাঠ–৫৭

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ শিখি

আ –া

া– কার নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে।

মা, বাবা, কাকা, দাদা, মামা কত প্রিয়জন,
তাদের কথা লিখতে া কারের প্রয়োজন।

ই –ি

ি– কার নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে।

দিন দিন প্রতিদিন,
বাড়িতেছে আমাদের ঋণ।

ঈ –ী

ী– কার নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে।

তীর্থ, তীর, ধীর, নীর, বীর,
লিখতে ব্যবহার করেছি দীর্ঘঈর।

উ –ু

ু– কার নিম্নরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

বুলবুল, দুলদুল, হুলস্থুল,
ু কারের ব্যবহার ছাড়া যায়না লেখা চুল।

ঊ – ূ

ূ– কার নিম্নরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

মূল, বধূ, পূজা, ভূমি ও ভূত,
সবগুলোকে ূ করেছে মজবুত।

পাঠ–৫৮

ঋ –ৃ

ৃ – কার ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে নিম্নরূপে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

কৃষক, বৃষ, দৃষ্টি, বৃষ্টি
ৃ কার ছাড়া যায় কি লেখা কৃষ্টি কিংবা সৃষ্টি।

এ –ে

ে–কার নিম্নরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

ছেলে, বেলে, খেলে, পেলে
যায়না লেখা ে কার ফেলে।

ঐ –ৈ

ৈ– কার নিম্নরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

হৈ–হৈ, রৈ–রৈ,
খেতে মজা ভাজা কৈ।

ও – ো

ো – কার নিম্নরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

ভোর, দোর, খোল, দোল
ো কার ছাড়াও যায় যে লেখা হরিবল হরিবল।

ঔ – ৌ

ৌ – কার নিম্নরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

মৌ, বৌ, চৌদ্দ, বৌদ্ধ
লিখলে বানান হয় শুদ্ধ।

পাঠ–৫৯

দুই বর্ণ যোগে শব্দ গঠন করি

ছবি দেখে পড়ি

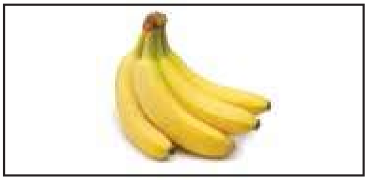

ক+লা=কলা

আ+ম=আম

ব+ই=বই

খা+তা=খাতা

ব+ক=বক

টি+য়া= টিয়া

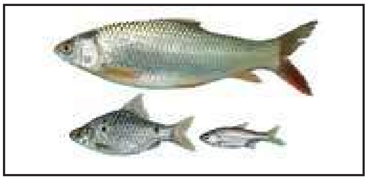

মা+ছ=মাছ

ব+ল=বল

ফু+ল= ফুল

পা+খি= পাখি

পাঠ–৬০

তিন/চার বর্ণ যোগে শব্দ গঠন করি

ছবি দেখে পড়ি

ক+ল+ম=কলম

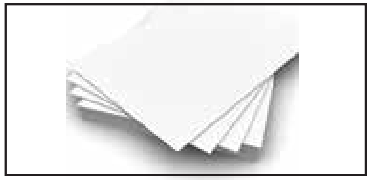

কা+গ+জ=কাগজ

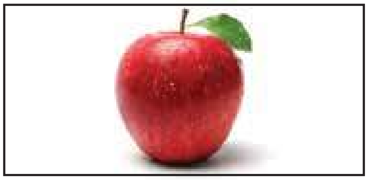

আ+পে+ল=আপেল

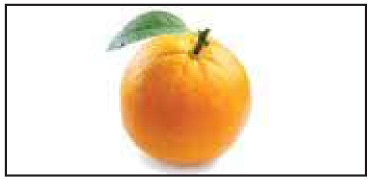

ক+ম+লা=কমলা

শা+প+লা=শাপলা

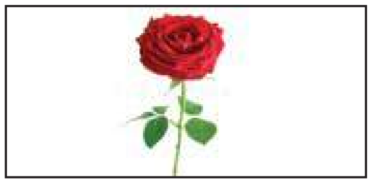

গো+লা+প=গোলাপ

আ+না+র+স=আনারস

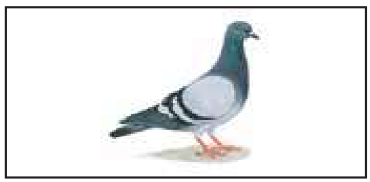

ক+বু+ত+র=কবুতর

কা+কা+তু+য়া=কাকাতুয়া

আ+ম+ল+কি=আমলকি

পাঠ–৬১

শূন্যস্থানে সঠিক বর্ণ বসিয়ে শব্দ গঠন করি

১. ক+ [ ] +ম = কলম।

২. দো+য়ে+ [ ] = দোয়েল।

৩. আ+ [ ] = আম।

৪. স+কা+ল = [+ +]।

৫. পা+য়+ [ ] = পায়রা।

৬. আ+ [ ] +শ = আকাশ।

৭. ল+ব+ [ ] = লবন।

৮. ই+ [ ] +শ= ইলিশ।

৯. হ+লু+দ = [+ +]।

১০. বে+লু+ [ ] = বেলুন।

পাঠ–৬২

বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্য জেনে নিই

১. আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ।
২. বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।
৩. আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা।
৪. জাতীয় ফলের নাম কাঁঠাল।
৫. জাতীয় মাছের নাম ইলিশ।
৬. বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম দোয়েল।
৭. জাতীয় পশুর নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
৮. জাতীয় বৃক্ষের নাম আমগাছ।
৯. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
১০. বাংলাদেশের মোট জেলার সংখ্যা ৬৪ টি।
১১. বাংলাদেশের উপজেলার সংখ্যা ৪৯৫ টি।
১২. বাংলাদেশের বিভাগের সংখ্যা ৮টি।
১৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬।
১৪. বাংলাদেশের ঋতু ০৬ টি।
১৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।
১৭. বাংলাদেশের শহিদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি।
১৮. বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর।
১৯. বাংলাদেশের জাতীয় বন সুন্দরবন।
২০. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু (কাবাডি)

পাঠ–৬৩

পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধ

দীপালি ২ বছরের ফুটফুটে শিশু। বাবা–মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান। সারা বাড়িতে দৌড়ে বেড়ায়। ঠাকুমা আর ঠাকুরদার নয়নের মণি দীপালি। তার কাকা দোলনের স্থানীয় বাজারে একটি মুদির দোকান আছে। প্রতিদিন রাতে দোকান থেকে ফেরার পথে সে দীপালির জন্য চকলেট, বিস্কুট, চুইংগাম, অন্য কোনো খেলনা বা পছন্দের কোনোকিছু নিয়ে আসে। দীপালির বাবা স্কুল শিক্ষক আর মা গৃহিণী। সকলের আদরে দীপালি দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছে। দীপলির মা পুষ্প সংসারের সব কাজ করেন। রান্না করা, ঘর গুছানো, গরু-ছাগল দেখাশোনা করা, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা–যত্ন করা, গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ নিয়ে সে সারাদিনই ব্যস্ত থাকে। বাড়ির খুব কাছেই উঠোনের এক পাশে তাদের পুকুর। পুকুর পাড়ে উঠোনে রয়েছে নানা ধরনের ফুলের গাছ। যেমন–জবা, শিউলি, রঙ্গন, কাঠ মালতি, করবী ইত্যাদি। প্রতিদিন পূজার ফুল তোলার সময় দীপালি ঠাকুমার সাথে থাকে। ঠাকুমার সাথে সেও পূজার ফুল কুড়ায় আর দীপালির মা পুষ্প যখন পুকুরে হাড়ি পাতিল ধোয় বা অন্য কোনো কাজ করে তখন দীপালিও তার মায়ের সাথে সাথে পুকুরে যায়।

একদিন সকাল ১১.০০ টার দিকে দীপালিকে খেলতে দিয়ে তাঁর মা রান্নাঘরে রান্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দীপালির বাবা রতন স্কুলের কাজে ঢাকা শহরে যায়। দাদু ও কাকা সেদিন বাজারে ছিলো।আর ঠাকুমার শরীরটা ভাল ছিলো না বলে ঘরেই বিশ্রাম নিচ্ছিল। দীপালি একাকী খেলতে খেলতে কখন যে উঠোনে চলে গিয়েছিলো তা কেউ দেখেনি। পুষ্প প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকার পর হঠাৎ মনে হলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে দীপালিকে দেখছে নাতো! কোথায় গেল মেয়েটা? খুঁজতে খুঁজতে সে তাকে কোথাও দেখতে পেলোনা। এরই মধ্যে দীপালির ঠাকুরদাও বাড়ি ফিরে এলো। সবাই তাকে পাগলপ্রায় হয়ে খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ পুষ্প দেখতে পেলো দীপালির পায়ের একটি জুতা ও খেলনা পুকুরপাড়ে পড়ে আছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল, পুকুরের পাড়ের খুব কাছেই জলে পড়ে আছে দীপালির নিথর দেহ। মুহূর্তেই পুষ্পের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

পুষ্পের গগনবিদারী চিৎকারে গ্রামের সকল মানুষ জড়ো হলো। পুকুর থেকে তুলে আনা হলো দীপালির মৃত দেহখানা। কিছুক্ষণ আগেও সারাবাড়ি, উঠোন জুড়ে যার পদচারণা ছিল, যে ছিল মায়ের চোখের মণি, বাবার আদরের ধন, কাকার সোনামণি, ঠাকুমা ও ঠাকুরদার যক্ষের ধন, সে আজ চলে গেল না ফেরার দেশে! খেলতে খেলতে কখন সে পুকুর পাড়ে চলে গিয়েছিলো, তা কেউই খেয়াল করেনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেল সবকিছু। কি নিষ্ঠুর এ নিয়তি!

সারা বাংলাদেশে দীপালির মতো এরকম অনেক শিশুই পানিতে পড়ে অকালে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে, যা আমাদের কাছে মোটেই কাঙ্খিত নয়। সাধারণত পুকুরে ডুবে মৃত্যুজনিত ঘটনাগুলো গ্রামেই বেশি হয়ে থাকে। গ্রামের পুকুর, খাল-বিল বাড়ি সংলগ্ন হওয়ায়, ছোটো শিশুরা খেলার ছলে অথবা অসতর্ক অবস্থায় পুকুরে পড়ে যাচ্ছে। এ বয়সে শিশু মৃত্যুর হার সাধারণত দুপুরের দিকেই বেশি হয়। এসময় মা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকে এবং বাড়ির অন্য শিশুরা স্কুলে থাকায় দীপালির বয়সী শিশুদের দেখাশুনার জন্য তেমন কেউ থাকে না। একটি অসতর্কতা বয়ে আনতে পারে সারা জীবনের কান্না। তাই পরিবারের সকল সদস্যকে শিশুর পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধকল্পে এগিয়ে আসতে হবে।

ছোটো ছোটো শিশুদেরকে সবসময় নজরদারীতে রাখতে হবে। খুব ছোটো বেলা থেকেই শিশুদের সাঁতার কাটানো শেখাতে হবে। শিশুদের মন কৌতূহলী, তাই বন্ধুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার মানসিকতা রাখতে হবে। পরিবারের সদস্যদের একটু সচেতনতাই এ ধরনের মৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে জলে ডুবে কোনো শিশু আহত হলে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল অথবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

পাঠ–৬৪

আর নয় যৌতুক

'আমি অতশত বুঝি না। তুমি তোমার বাপের কাছ থেকে টাকাটা আমায় এনেই দিবে। এটাই আমার সাফ কথা, ব্যাস্। টাকা আনার পরে তবেই আমার সাথে কথা বলবে।'

উক্ত কথাগুলো আর কারুরই নয়, জগৎ সংসারে সবচেয়ে কাছের মানুষ, যাকে সব কিছু সঁপে দিয়ে জীবনের অনেকগুলো বসন্ত কাটিয়ে দিয়েছে যে শেফালী, তার স্বামী পরেশের। পরেশ আর শেফালীর বিয়ে হয়েছিল পারিবারিকভাবেই, গত ছয় বছর আগে। বিয়ের সময় শেফালীর বাবা তাঁর সাধ্যমত মেয়েকে যা পেরেছে দিয়েছে এবং এখনও যতটুকু পারে দিতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু দিলে কী হবে, যা দেয় তা তো পরেশের কাছে নস্যি। আজকে চাল, কাল চিড়া–মুড়ি কিংবা ক্ষেতের আলু, বেগুন অথবা নারকেল এগুলোতে তুষ্ট নয় পরেশ। সে চায় তার শ্বশুর তাকে আর্থিকভাবে আরও সহায়তা করুক। তার চলার পথে সমৃদ্ধির ফোয়ারা বহাক। কাড়ি কাড়ি টাকা যা তাকে অনায়াসে বিলাসবহুল জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু সে সাধ্য শেফালীর বাবার আছে কি নেই তা সে বুঝতে চায় না। এভাবেই শেফালী আর পরেশের সুখের সংসারে নেমে আসে অশান্তির আগুন।

কোলের সন্তান নির্মলা, সে অবোধ শিশু মাত্র পাঁচ বছর বয়স। বাবা মায়ের মনোমালিন্য বোঝে। যে মেয়ে সর্বদা আদর ভরে থাকতো সে আজ হঠাৎ মা কিংবা বাপ কারো কাছেই পায়না স্নেহের পরশ। অশান্তির বিষবাষ্প তাকেও করে তুলছে অবরুদ্ধ। হাতড়িয়ে মরে কোথায় একটু স্নেহ–ভালোবাসা, যেখানে সে থাকতে পারে সদাহাস্য বদনে। অনাদর আর অবহেলা তাকে দিন দিন করে তুলছে অসহায়। উৎফুল্লতায় ভরা মেয়েটি আজ এতটুকু বয়সেই মলিন। বিষণ্নতা তাকেও ছেয়ে ফেলেছে। প্রায়ই দূরে দূরে থাকে। আধো আধো মা–মা কিংবা বাবা বলে জড়িয়ে ধরে বাবা মায়ের মধ্যে যে স্বর্গ সুখ ও রচনা করতো তা আজ কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। পরেশ বোঝে না তা নয় কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা আর মনের মাঝের লোভ তাকে শেফালীর ওপর নিষ্ঠুর করে তোলে। শেফালী নিজেকে সংযত করে, আর ভাবে 'ঈশ্বর, মানুষের মাঝে তুমি কেন এমন প্রবণতা দিলে যা আমাদেরকে সুখ থেকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?'

শেফালীর বাবা সামান্য স্কুল শিক্ষক। তিন ভাই-বোনের মধ্যে শেফালী বড়ো। আরও এক ভাই এক বোন, তারা লেখাপড়া করে। বাবা অনেক কষ্ট করে তাঁর সাধ্যের সবটুকু দিয়ে পরেশের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরেশও ভালো একটি চাকরি করে তার যা আয় তা দিয়ে চলেও যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মাথায় কী ঢুকলো সে চাকুরি করবে না, করবে ব্যবসা আর সেই ব্যবসার টাকা যোগান দিতে হবে শেফালীর স্কুল শিক্ষক বাবাকে এবং সে যে টাকাটা দিবে তা হবে মেয়ের বিয়ের যৌতুক। কেননা বর্তমান সমাজে পরেশের মতো ছেলেরা বিয়ে করলেই পাচ্ছে এ ধরণের যৌতুক। হায় বিধাতা! মানুষের কী লোভ!

পরেশ শেফালীর মধ্যকার এ অশান্তির ছোঁয়া শুধু তাদের তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। এর বিষবাষ্প হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আজ শেফালীর বাবার সংসার, পরেশের সংসার এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও হয়েছে সংক্রমিত। তাই ঐ বিষের জ্বালায় হরহামেশাই ঘটছে কত শত অঘটন। কাল হয়তো শোনা যাবে শেফালী আর নেই। স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে শেফালী। মা হারানোর কষ্ট নির্মলাকে করবে নির্বাক। আর পরেশ? সেও জ্বলবে 'কিছু নেই' এর শূন্যতায়। শেফালীর বাবা-মা, ভাই-বোন অহর্নিশি দংশিত হবে শেফালীর জন্য। এ থেকে কী কোনো উত্তরণ নেই? উত্তরণ সম্ভব আর তা হচ্ছে পরেশদের মতো ছেলেদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা। সে সচেতনতা হচ্ছে 'আমি যে দাবিটুকু করছি তা পূরণের সাধ এবং সাধ্য যার কাছে করছি তার আছে কিনা?' যা অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের শামিল। এ অন্যায়, এ অপরাধ। আর এই সমস্যার নামই যৌতুক। যৌতুক নেওয়া বা দেওয়া আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আসুন আমরা সবাই মিলে যৌতুক নামক ঐ সর্বগ্রাসী সর্বনাশের হাত থেকে অবোধ শিশুটিকে, শেফালী-পরেশের সংসারকে সর্বোপরি এ সমাজকে বাঁচাই। জোর কণ্ঠে আওয়াজ তুলি 'যৌতুক নিজে নেবোনা কিংবা দেবোনা' একই সাথে বলি, 'যৌতুক কাউকে নিতেও দেবোনা কিংবা দিতেও দেবোনা'।

পাঠ–৬৫

এইচ আই ভি/এইডস সম্পর্কে জানুন

প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের এ পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় মানুষের জন্য বিভিন্ন বিপর্যয় বা বিপদ নেমে আসে মানুষের কৃতকর্মের ফলেই। বর্তমান বিশ্বে মানুষের জন্য এক মহাবিপদ হচ্ছে **এইচ আই ভি বা এইডস**।

এইডস কী?

এইডস কী এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, এমন একটি রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ একবার হলে আর রক্ষা নেই। মৃত্যু অবধারিত, বুঝুন তাহলে এটা কত বড়ো ভয়ানক।

এইডস হলে কী হয়?

এইডস হলে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বিভিন্ন রোগ সহজেই শরীরে প্রবেশ করে মৃত্যু ডেকে আনে।

যার কোনো চিকিৎসা নেই এবং হলে মৃত্যু অবধারিত। এমন একটি রোগ যাতে না হয় সেজন্যই সচেতন মানুষের এত হাক ডাক। অর্থাৎ আপনার মধ্যে যেন এইডস না প্রবেশ করতে পারে সে ব্যাপারে সচেতন করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চলছে।

কী কী ভাবে এইডস ছড়ায়?

এইডস যে যে ভাবে ছড়াতে পারে তা হলো :

(ক) একজন এইডস রোগীর সাথে যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তি যৌনমিলন ঘটায় তাহলে সে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে নিজের আক্রান্তে এইডসের জীবাণু নিজের শরীরে নিয়ে আসবে।

(খ) যার শরীরে এইচ আই ভি ভাইরাস আছে তার রক্ত যদি অন্য কোনো লোক গ্রহণ করে।

(গ) এইচ আই ভি ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূঁচ, সিরিঞ্জ যদি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) কোনো মায়ের শরীরে এইচ আই ভি ভাইরাস থাকলে তার সন্তান এইচ আই ভি ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

এইডস থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী?

এইডস থেকে রক্ষা পাবার উপায় বোধ করি আমরা নিজেরাই এখন বলতে পারি। কেননা এইডস যে যে ভাবে আমাদের শরীরে আসে বা আসতে পারে তা যদি জানি, তাহলে সেগুলো না করলেইতো এইডস থেকে বাঁচা যায়।

এইডস থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

ক) যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সচেতন হতে হবে।

খ) স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন যৌনসম্পর্ক স্থাপন না করা।

গ) একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করা যাবে না।

* রক্ত ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।
* অন্যের ব্যবহৃত সূঁচ বা সিরিঞ্জ বিশুদ্ধ না করে ব্যবহার করা যাবে না।
* এইচ আই ভি আছে এমন মা সন্তান ধারণ/গ্রহণ করবে না।

এইডস হয়ে গেলে কী করতে হবে?.

আগেই বলা হয়েছে এইডস হয়ে গেলে কিছুই করার থাকে না। তবুও মরণ পর্যন্ত একটু ভালো থাকার জন্য এবং অন্যকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের নিচের কাজগুলো করা উচিত–

* ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলতে হবে।
* পুষ্টিকর ও ভিটামিন আছে এমন খাবার খেতে হবে।
* নিজের টুথব্রাশ ও রেজার, ব্লেড, ক্ষুর ব্যবহার করতে হবে। অন্য কেউ যেন একই জিনিস ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
* স্বাভাবিক কাজকর্ম, বিশ্রাম ও প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে।
* মেয়েদের ক্ষেত্রে বাচ্চা নিতে চাইলে এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে চাইলে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে।

স্বাভাবিক জীবনযাপনে সর্বদা হাসি–খুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে।

পাঠ–৬৬

প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব

প্রজনন স্বাস্থ্য : প্রজনন স্বাস্থ্য মূলত সামগ্রিক স্বাস্থ্যরই একটি অংশ। প্রজনন স্বাস্থ্য শুধুমাত্র প্রজননতন্ত্রের কার্য এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না, এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ অবস্থাকে বোঝায়।

প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানসমূহ :

* **নিরাপদ মাতৃত্ব :** গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা এবং নিরাপদ প্রসব সেবাসহ জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম।
* **পরিবার পরিকল্পনা :** নিরাপদ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা ও কাউন্সিলিং সেবা।
* মা ও শিশুর পুষ্টি।
* অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ।
* প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ রোগ/এইডস রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সেবা।
* কিশোর–কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা।
* নবজাতকের পরিচর্যা। শিশুর পুষ্টি।
* বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা সেবা।
* মেনোপজ সেবা এবং
* প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা।

নিরাপদ মাতৃত্ব : মা হওয়া নারী জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাভাবিক একটি নিয়ম। তবুও এ সময়টি নারী জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এটি একটি বিশেষ সময়। তাই এ সময়ে প্রয়োজন বিশেষ যত্ন। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর সময়ে একজন মায়ের জীবন নিরাপদ রাখাই হচ্ছে নিরাপদ মাতৃত্ব।

নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা বলতে বোঝায় :

১। গর্ভকালীন পরিচর্যা (২) নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা। (৩) গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতায় জরুরি প্রসূতি সেবা। (৪) প্রসবোত্তর যত্ন।

গর্ভকালীন সেবা কেন প্রয়োজন :

* আমাদের দেশে অনেক মা অকালে মারা যান।
* বেঁচে থাকলেও অসুস্থ অবস্থায় জীবন কাটান।
* গর্ভের শিশু ঠিকভাবে বেড়ে উঠে না।
* জন্মের পর নানারকম জটিলতায় শিশু অকালে মারা যেতে পারে।

তাই মা-শিশুর অকাল মৃত্যুরোধ করার জন্য, মায়ের সুস্থ থাকার জন্য, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্য গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিশ্রাম প্রয়োজন।

সমগ্র গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। ১ম বার ৪ মাসের সময়, ২য় বার ৬–৭ মাসের সময়, ৩য় বার ৮ মাসের সময় এবং ৪র্থ বার ৯ মাসের সময়।

গর্ভবতীদের সুষম খাবার

প্রত্যেক গর্ভবর্তী মা নিচের তিন ধরনের খাবার থেকে কিছু না কিছু খাবেন।

খাবারের শ্রেণি বা প্রকারভেদ	খাবারের নাম
১। শক্তিদায়ক	ভাত, রুটি, আলু, তেল, নারিকেল, গুড় ও চিনি।
২। শরীর গঠনমূলক এবং ক্ষয়পূরণকারী	ডাল, সীমের বীচি, ডিম, মাংস, মাছ ও দুধ।
৩। রোগ প্রতিরোধকারী	সবুজ শাকপাতা, কলা, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া, আমলকি, পেয়ারা, আম, জাম ও কাঁঠাল ইত্যাদি।

গাণিতিক ধারণা

পাঠ–৬৭

সংখ্যা চিনি, পড়ি ও গণনা করি

০	০	শূন্য
	১	এক
	২	দুই
	৩	তিন

পাঠ–৬৮

সংখ্যা চিনি, পড়ি ও গণনা করি

	৪	চার
	৫	পাঁচ
	৬	ছয়
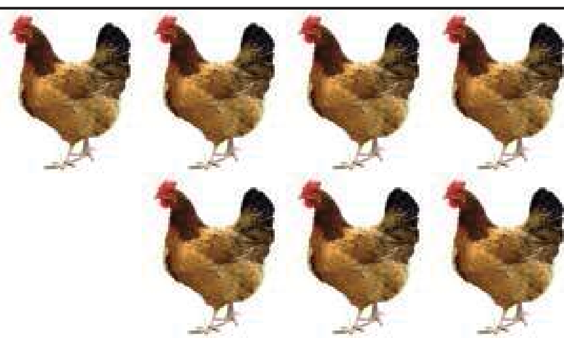	৭	সাত

পাঠ– ৬৯

সংখ্যা চিনি, পড়ি ও গণনা করি

	৮	আট
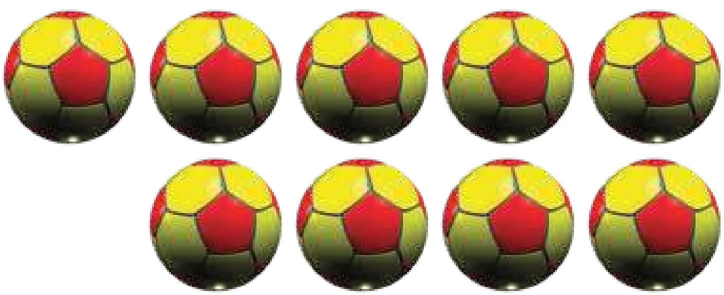	৯	নয়
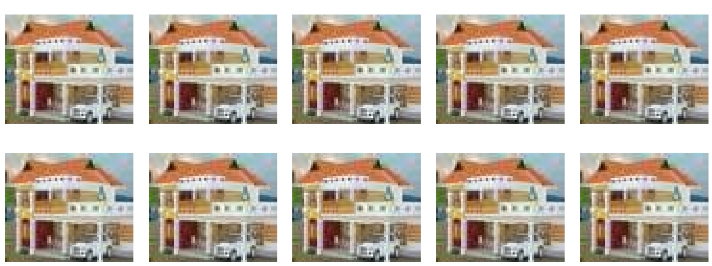	১০	দশ

পাঠ– ৭০

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
	১ দশ ১	১১	এগারো
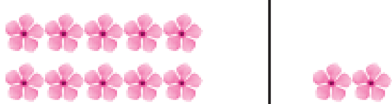	১ দশ ২	১২	বারো
	১ দশ ৩	১৩	তেরো
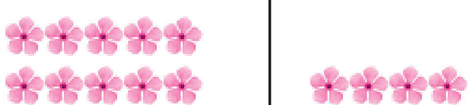	১ দশ ৪	১৪	চৌদ্দ
	১ দশ ৫	১৫	পনেরো
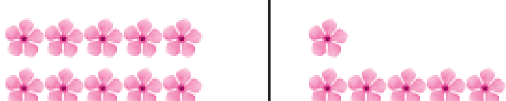	১ দশ ৬	১৬	ষোল
	১ দশ ৭	১৭	সতেরো
	১ দশ ৮	১৮	আঠারো
	১ দশ ৯	১৯	উনিশ
	২ দশে	২০	বিশ

পাঠ– ৭১

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
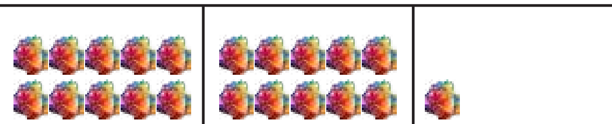	২ দশ ১	২১	একুশ
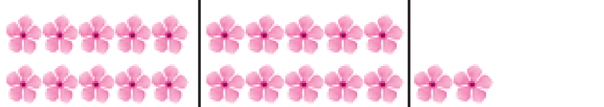	২ দশ ২	২২	বাইশ
	২ দশ ৩	২৩	তেইশ
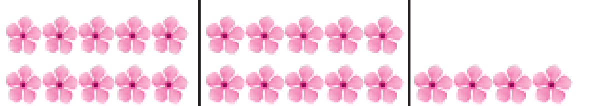	২ দশ ৪	২৪	চব্বিশ
	২ দশ ৫	২৫	পঁচিশ
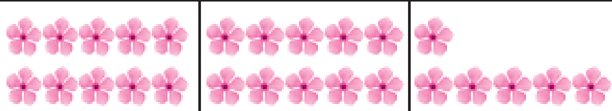	২ দশ ৬	২৬	ছাব্বিশ
	২ দশ ৭	২৭	সাতাশ
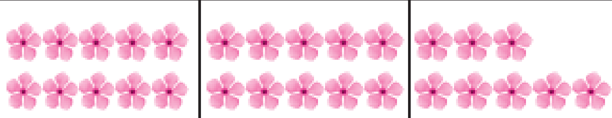	২ দশ ৮	২৮	আটাশ
	২ দশ ৯	২৯	উনত্রিশ
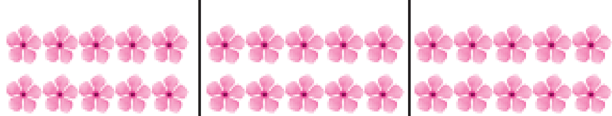	৩ দশে	৩০	ত্রিশ

পাঠ– ৭২

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
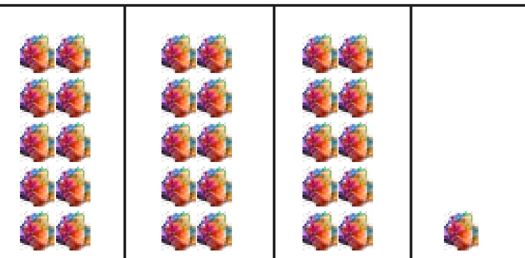	৩ দশ ১	৩১	একত্রিশ
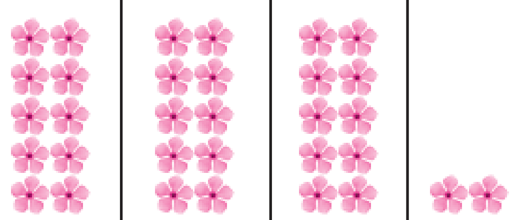	৩ দশ ২	৩২	বত্রিশ
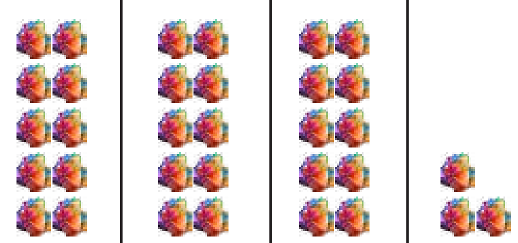	৩ দশ ৩	৩৩	তেত্রিশ
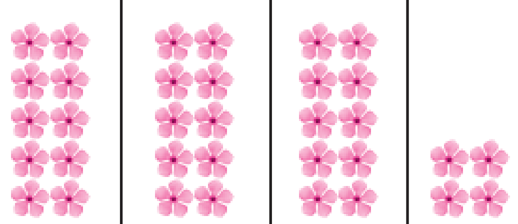	৩ দশ ৪	৩৪	চৌত্রিশ
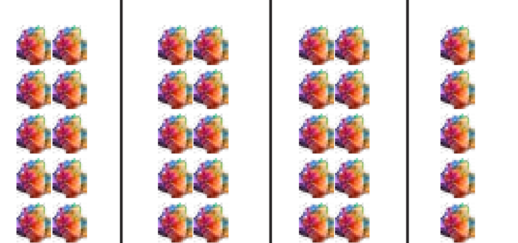	৩ দশ ৫	৩৫	পঁয়ত্রিশ

পাঠ– ৭৩

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
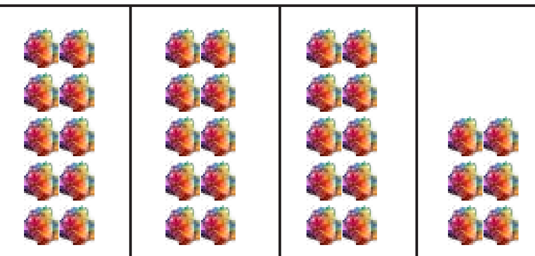	৩ দশ ৬	৩৬	ছত্রিশ
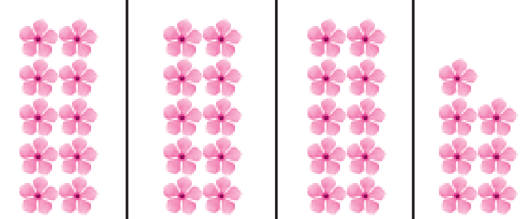	৩ দশ ৭	৩৭	সাঁইত্রিশ
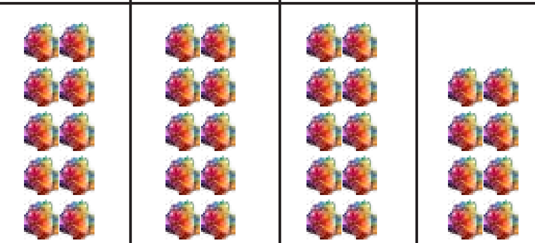	৩ দশ ৮	৩৮	আটত্রিশ
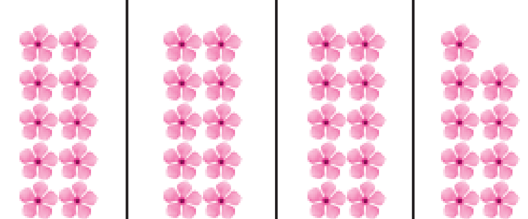	৩ দশ ৯	৩৯	উনচল্লিশ
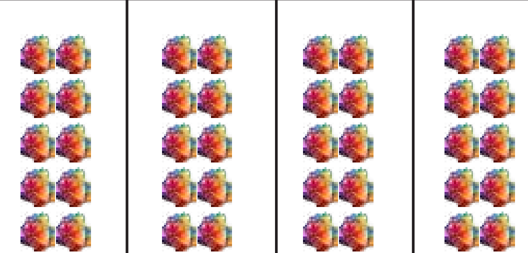	৪ দশে	৪০	চল্লিশ

পাঠ– ৭৪

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
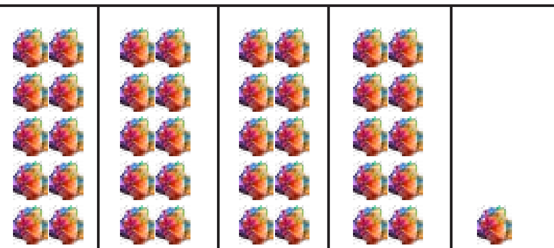	৪ দশ ১	৪১	একচল্লিশ
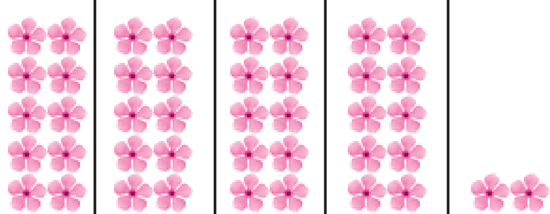	৪ দশ ২	৪২	বিয়াল্লিশ
	৪ দশ ৩	৪৩	তেতাল্লিশ
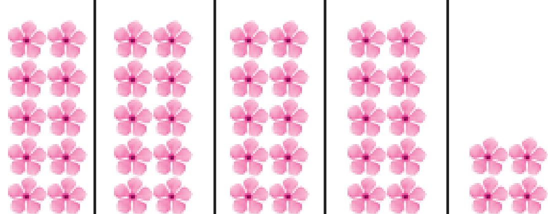	৪ দশ ৪	৪৪	চুয়াল্লিশ
	৪ দশ ৫	৪৫	পঁয়তাল্লিশ

পাঠ– ৭৫

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
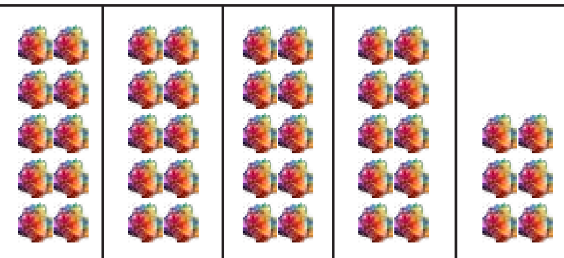	৪ দশ ৬	৪৬	ছেচল্লিশ
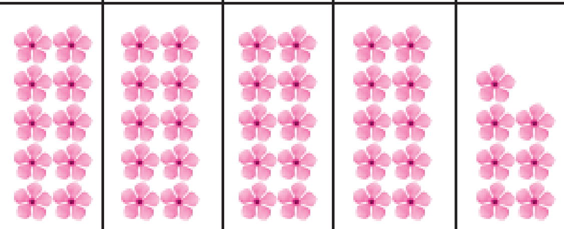	৪ দশ ৭	৪৭	সাতচল্লিশ
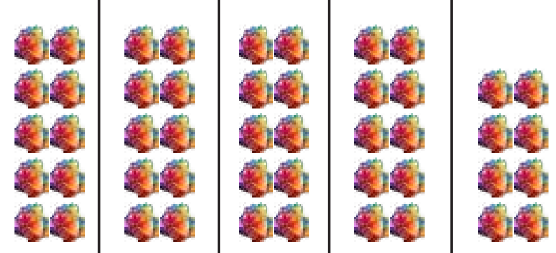	৪ দশ ৮	৪৮	আটচল্লিশ
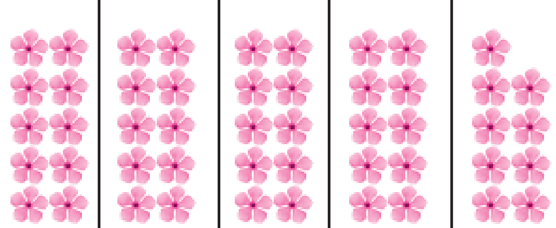	৪ দশ ৯	৪৯	উনপঞ্চাশ
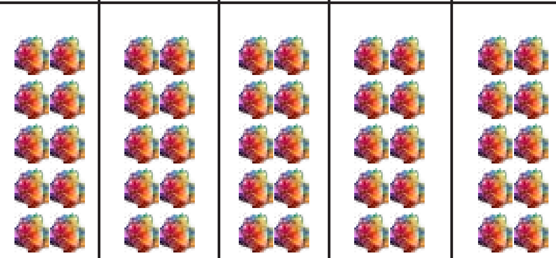	৫ দশে	৫০	পঞ্চাশ

পাঠ– ৭৬

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
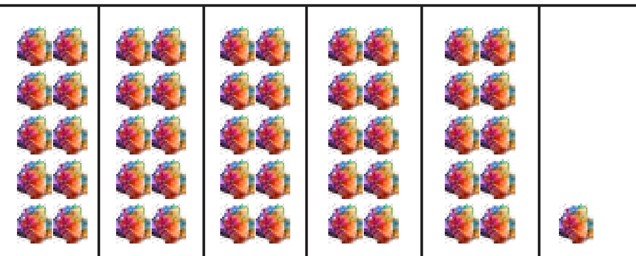	৫ দশ ১	৫১	একান্ন
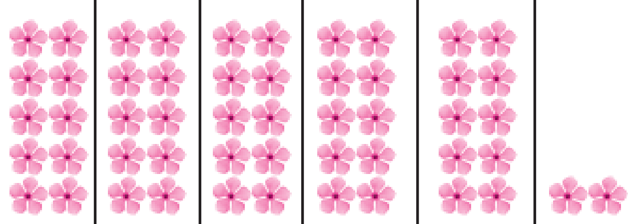	৫ দশ ২	৫২	বায়ান্ন
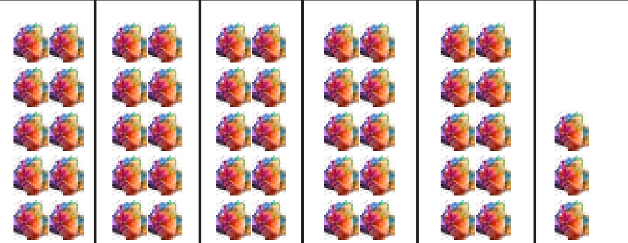	৫ দশ ৩	৫৩	তিপ্পান্ন
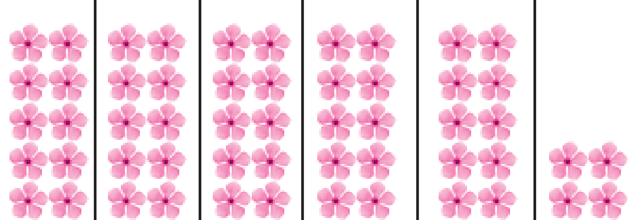	৫ দশ ৪	৫৪	চুয়ান্ন
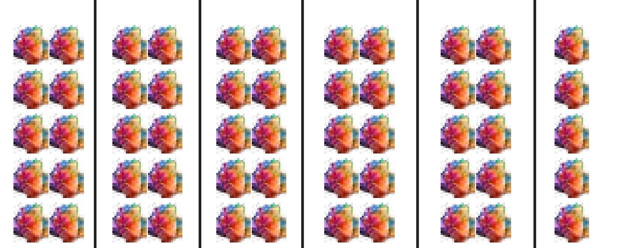	৫ দশ ৫	৫৫	পঞ্চান্ন

পাঠ– ৭৭

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
	৫ দশ ৬	৫৬	ছাপ্পান্ন
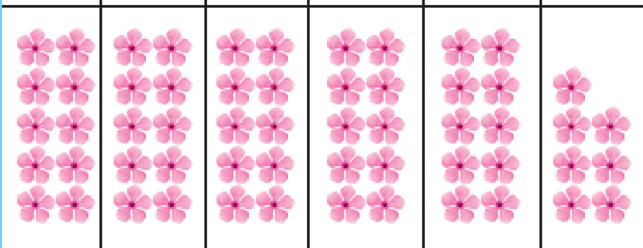	৫ দশ ৭	৫৭	সাতান্ন
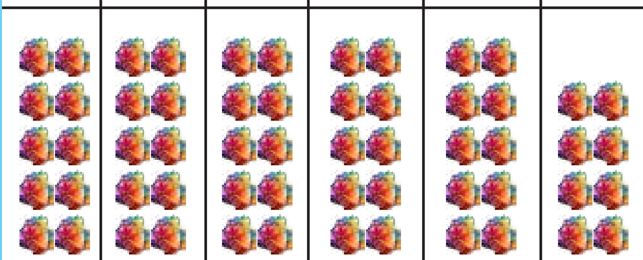	৫ দশ ৮	৫৮	আটান্ন
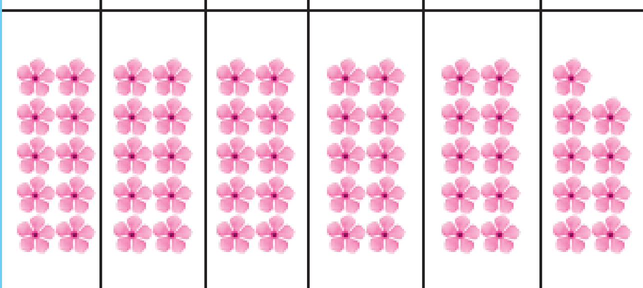	৫ দশ ৯	৫৯	উনষাট
	৬ দশে	৬০	ষাট

পাঠ– ৭৮

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
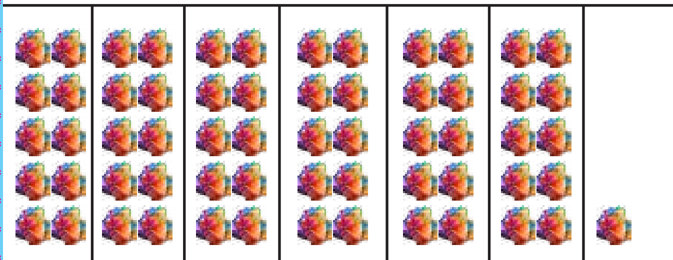	৬ দশ ১	৬১	একষট্টি
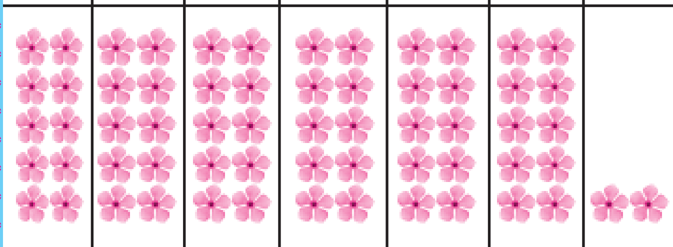	৬ দশ ২	৬২	বাষট্টি
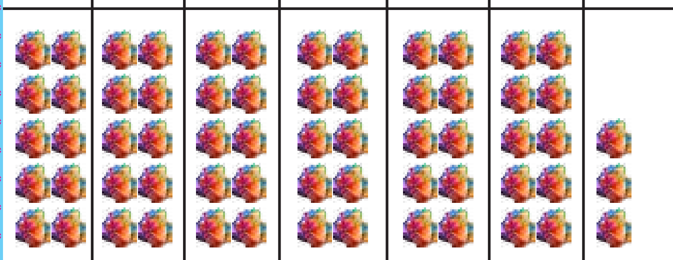	৬ দশ ৩	৬৩	তেষট্টি
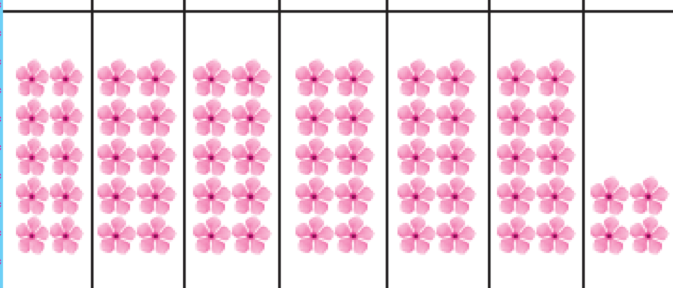	৬ দশ ৪	৬৪	চৌষট্টি
	৬ দশ ৫	৬৫	পঁয়ষট্টি

পাঠ– ৭৯

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
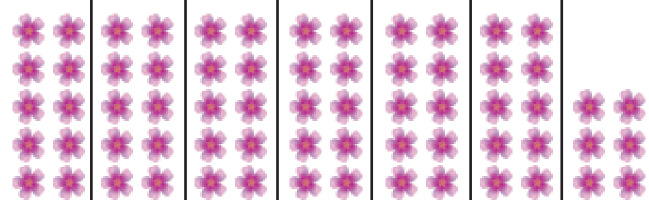	৬ দশ ৬	৬৬	ছেষট্টি
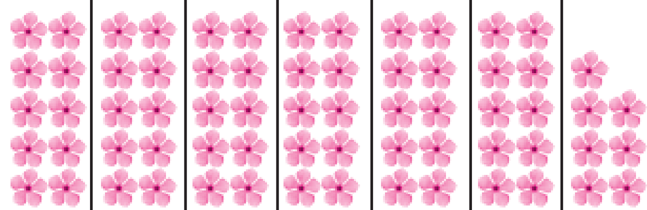	৬ দশ ৭	৬৭	সাতষট্টি
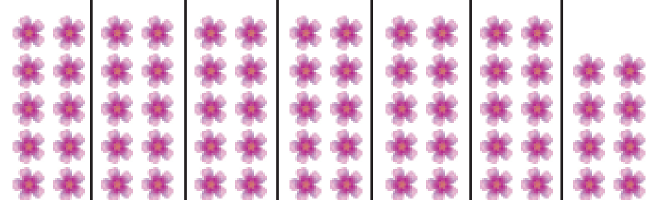	৬ দশ ৮	৬৮	আটষট্টি
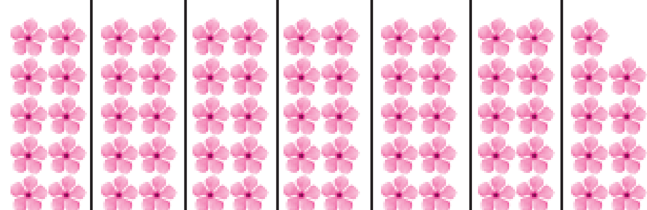	৬ দশ ৯	৬৯	উনসত্তর
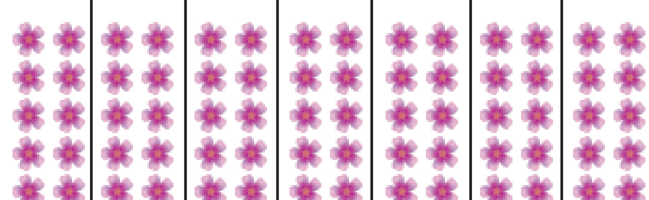	৭ দশে	৭০	সত্তর

পাঠ–৮০

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
	৭ দশ ১	**৭১**	একাত্তর
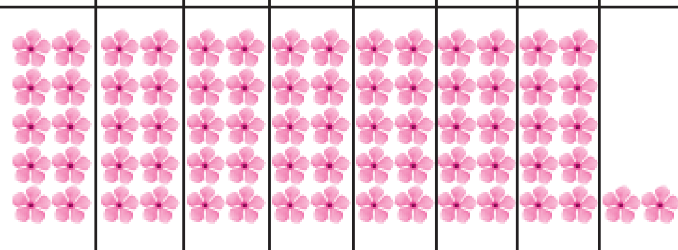	৭ দশ ২	**৭২**	বাহাত্তর
	৭ দশ ৩	**৭৩**	তিয়াত্তর
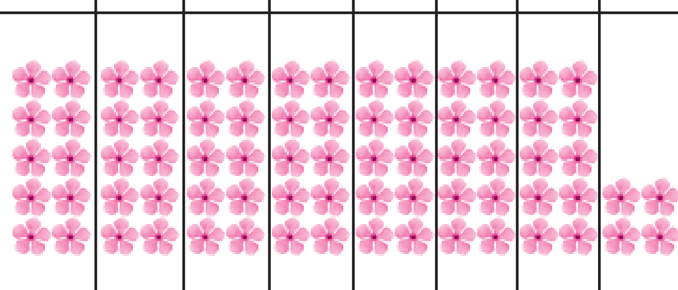	৭ দশ ৪	**৭৪**	চুয়াত্তর
	৭ দশ ৫	**৭৫**	পঁচাত্তর

পাঠ–৮১

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
	৭ দশ ৬	৭৬	ছিয়াত্তর
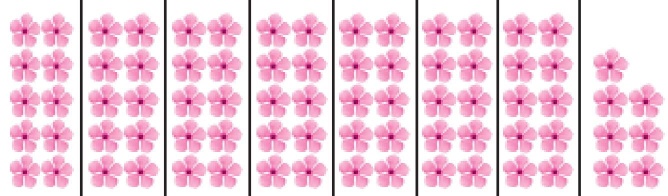	৭ দশ ৭	৭৭	সাতাত্তর
	৭ দশ ৮	৭৮	আটাত্তর
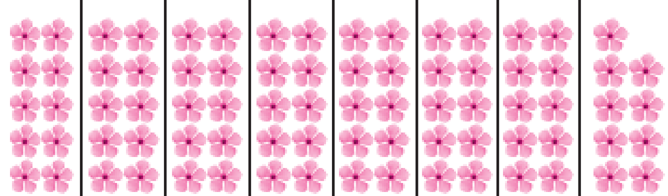	৭ দশ ৯	৭৯	উনআশি
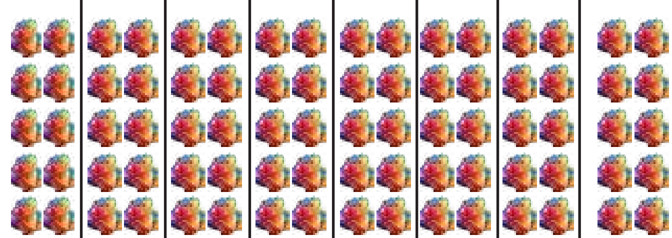	৮ দশে	৮০	আশি

পাঠ–৮২

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
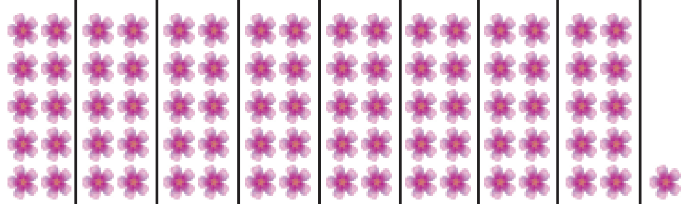	৮ দশ ১	৮১	একাশি
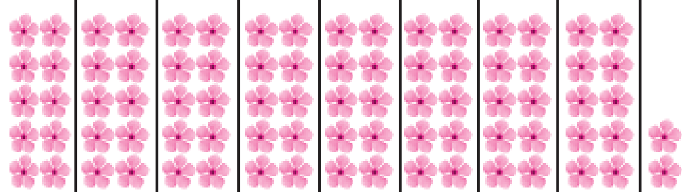	৮ দশ ২	৮২	বিরাশি
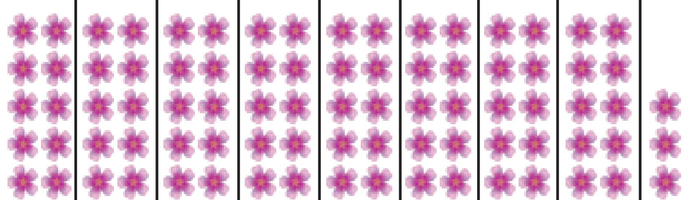	৮ দশ ৩	৮৩	তিরাশি
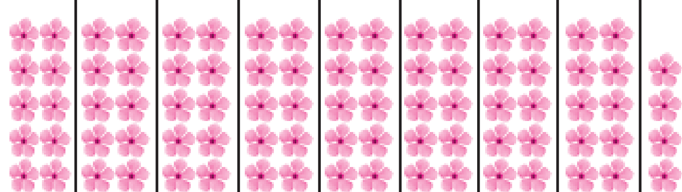	৮ দশ ৪	৮৪	চুরাশি
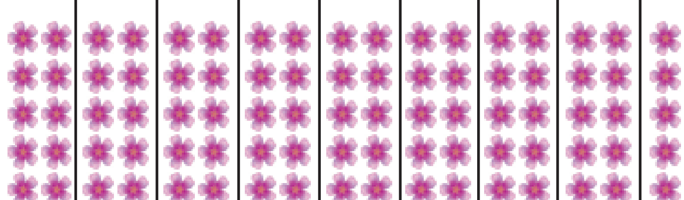	৮ দশ ৫	৮৫	পঁচাশি

পাঠ– ৮৩

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
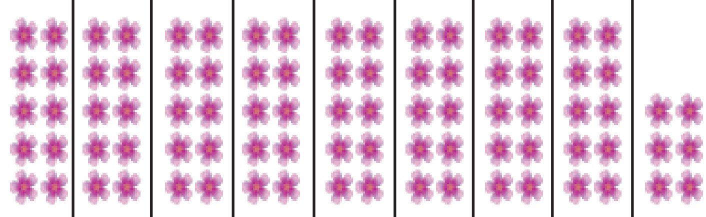	৮ দশ ৬	৮৬	ছিয়াশি
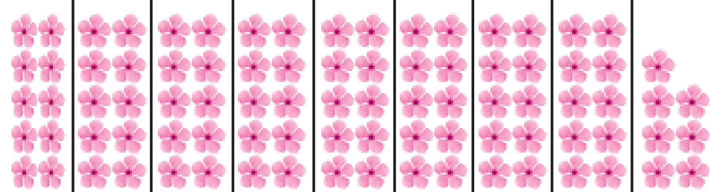	৮ দশ ৭	৮৭	সাতাশি
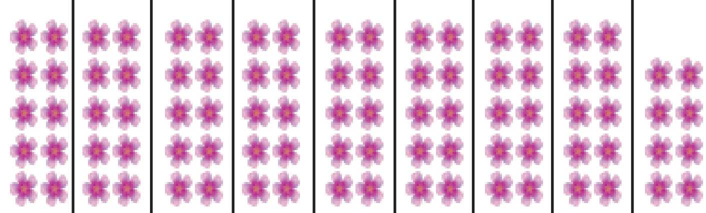	৮ দশ ৮	৮৮	আটাশি
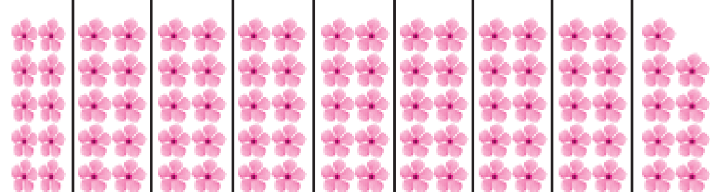	৮ দশ ৯	৮৯	উননব্বই
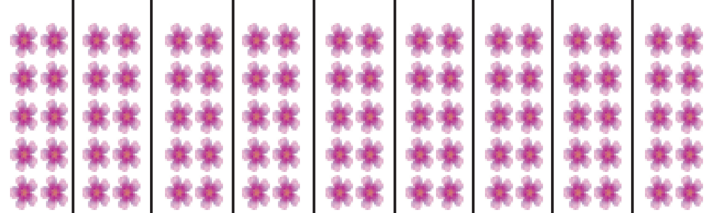	৯ দশে	৯০	নব্বই

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
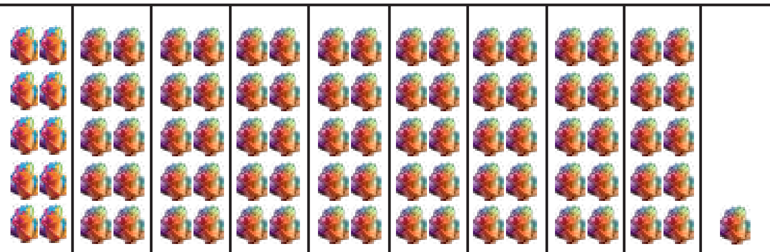	৯দশ ১	৯১	একানব্বই
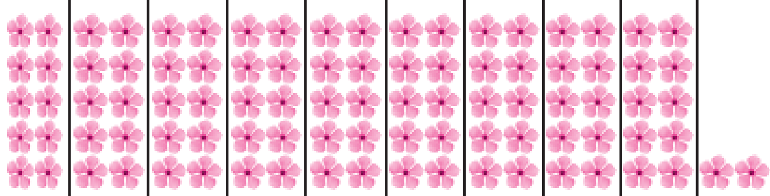	৯দশ ২	৯২	বিরানব্বই
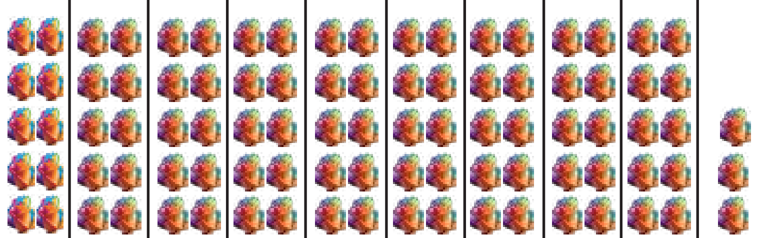	৯দশ ৩	৯৩	তিরানব্বই
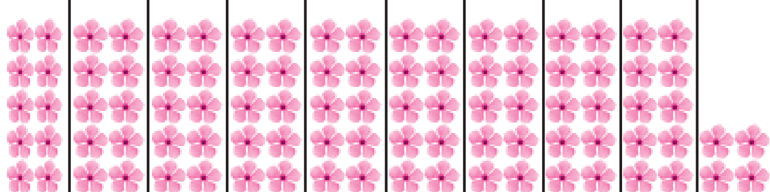	৯দশ ৪	৯৪	চুরানব্বই
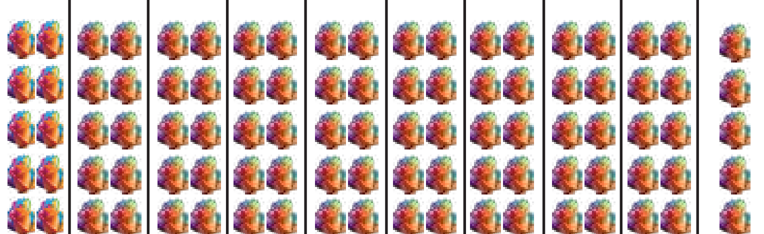	৯দশ ৫	৯৫	পঁচানব্বই

পাঠ–৮৫

ছবি দেখে গণনা করি ও পড়ি

ছবি	পড়ার নিয়ম	সংখ্যায়	কথায়
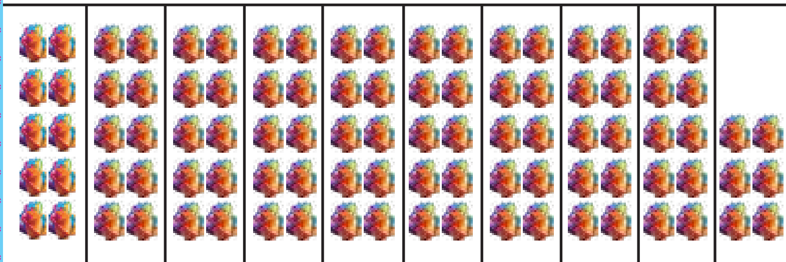	৯দশ ৬	৯৬	ছিয়ানব্বই
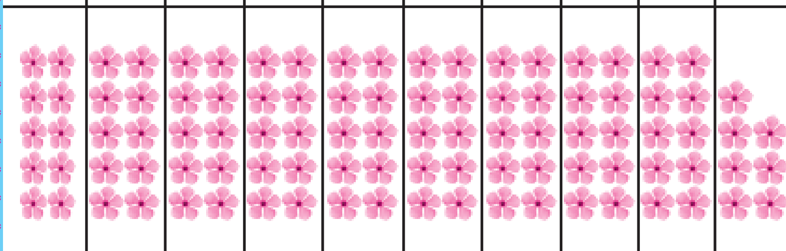	৯দশ ৭	৯৭	সাতানব্বই
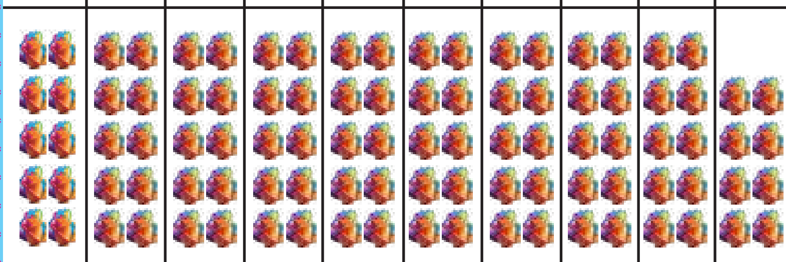	৯দশ ৮	৯৮	আটানব্বই
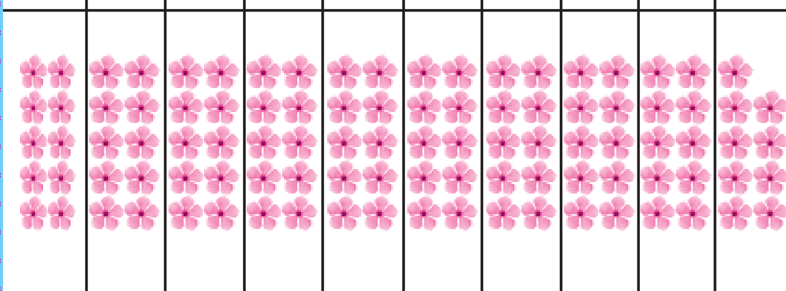	৯দশ ৯	৯৯	নিরানব্বই
	১০দশে	১০০	একশত

পাঠ–৮৬

অনুশীলনী

১। ছবি গণনা করে সংখ্যা লিখি:		একটি করে দেখানো হলো
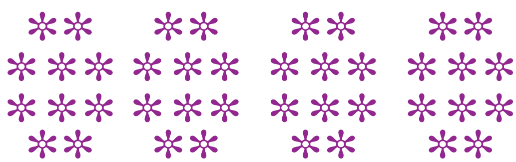	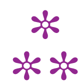	৪ দশ ৩ = ৪৩
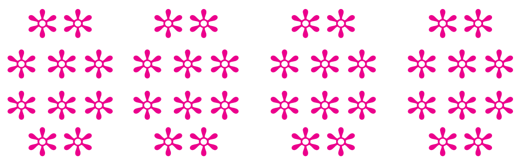	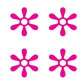	দশ =
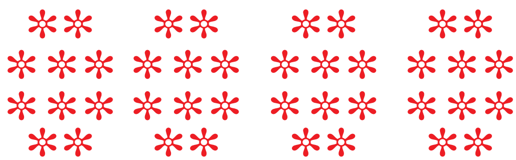	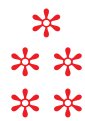	দশ =
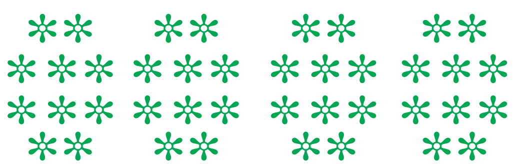	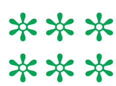	দশ =

১। ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কে লিখুন।

২। ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখুন।

৩। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করুন।

৪। ১, ৫, ১০, ১৫ .... এভাবে ১০০ পর্যন্ত লিখুন এবং পড়ুন।

৫। ২০, ১৯, ১৮ .... এভাবে ১ পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কে লিখুন এবং মুখে বলুন।

পাঠ–৮৭

সংখ্যা

নিচের সংখ্যাগুলো পড়ি :

		লক্ষ		হাজার/সহস্র					
সংখ্যা অংকে	কোটি	নিযুত	লক্ষ	অযুত	সহস্র	শতক	দশক	একক	সংখ্যা কথায়
১								১	এক
১০							১	০	দশ
১০০						১	০	০	একশত
১০০০					১	০	০	০	এক হাজার
১০০০০				১	০	০	০	০	দশ হাজার
১০০০০০			১	০	০	০	০	০	এক লক্ষ
১০০০০০০		১	০	০	০	০	০	০	দশ লক্ষ
১০০০০০০০	১	০	০	০	০	০	০	০	এক কোটি

মনে রাখবেন –

১০ একক = ১ দশক

১০ দশক = ১ শতক

১০ শতক = ১ সহস্র বা হাজার

১০ হাজার = ১ অযুত

১০ অযুত = ১ লক্ষ

১০ লক্ষ = ১ নিযুত

১০ নিযুত = ১ কোটি

পড়ার সময় সহস্রের বদলে হাজার, অযুতের বদলে ১০ হাজার এবং নিযুতের বদলে ১০ লক্ষ বলা হয়।

পাঠ– ৮৮

অনুশীলনী

১। অঙ্কে লিখি :

ক) পঁচিশ।

খ) সাঁইত্রিশ।

গ) আটচল্লিশ।

ঘ) পঞ্চান্ন।

ঙ) পঁয়ষট্টি।

চ) সাতাত্তর।

ছ) পঁচাশি।

জ) তিরানব্বই।

ঝ) ছাব্বিশ।

ঞ) একশত।

২। কথায় লিখি :

ক) ২৪ খ) ৩৫

গ) ৪৭ ঘ) ৭২

ঙ) ৮৫ চ) ৫৪

ছ) ২৮ জ) ৬০

ঝ) ৯৯ ঞ) ১০০

যোগ করি

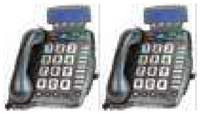	আর	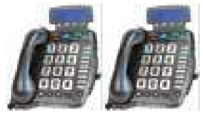	একত্রে		২ ২
২	+	২	=	৪	=৪
	আর		একত্রে	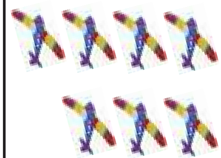	৪ ৩
৪	+	৩	=	৭	=৭

যোগফল বের করি

৩ + ১ =	৩ + ২ =
৪ + ২=	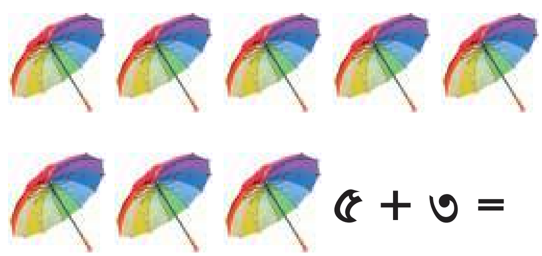 ৫ + ৩ =

পাঠ–৯০

যোগফল লিখি

(ক) ১৩+১০ = কত?

(খ) ২১ + ১৬ = কত?

(গ) ৩২+৩০ = কত?

(ঘ) ৪৪ + ১৫ = কত?

(ঙ) ৫৫+২২ = কত?

(চ)
```
  ৭০
+ ১৮
----
```

(ছ)
```
  ৯২
+  ৫
----
```

(জ)
```
  ৬৫
+ ১৩
----
```

(ঝ)
```
  ৭৬
+ ২১
----
```

(ঞ)
```
  ৮২
+ ১৭
----
```

পাঠ–৯১

যোগের নামতা

+	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৫	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৮	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৯	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

৭ + ৫= কত নির্ণয় করতে ৭–এর সারি ও ৫ –এর কলামের মিলনস্থলে যোগফল লক্ষ করুন।

খালিঘর পূরণ করি

১। ২+১= ☐	১। ৭+৬= ☐	১। ৫+০= ☐
২। ৩+২= ☐	২। ৩+৮= ☐	২। ১০+৫ ☐
৩। ৪+১= ☐	৩। ৬+৩= ☐	৩। ৪+৮= ☐
৪। ৫+২= ☐	৪। ৯+১= ☐	৪। ৪+১০= ☐
৫। ২+০= ☐	৫। ১০+৩= ☐	৫। ৭+৯= ☐

নামতার সাহায্যে যোগফল বের করি।

পাঠ–৯২

খালিঘর পূরণ করি

নামতার সাহায্যে যোগ করি

ক) ১+ ☐ = ২

খ) ৩+ ☐ = ৪

গ) ☐ +১ = ৪

ঘ) ☐ +৩ = ৭

ঙ) ৫+ ☐ = ৭

চ) ☐ +৩ = ৯

ছ) ৩+ ☐ =৬

জ) ☐ + ২ =৬

ঝ) ☐ + ১ =৯

ঞ) ২+ ☐ =৪

ট) ৯+ ☐ =১২

ঠ) ১+ ☐ =১০

ড) ☐ +৩ = ৮

ঢ) ৪+ ☐ = ৮

পাঠ–৯৩

অনুশীলনী

১। আপনার বয়স এখন ২৫ বছর। ১৩ বছর পর আপনার বয়স কত হবে?

২। বিধানের বয়স ১৭ বছর এবং উর্মীর বয়স ২৪ বছর। তাদের দুইজনের বয়স একত্রে কত?

৩। শম্পার হাঁস আছে ১২টি আর অর্পনার আছে ১৮টি। তাদের দুজনের মোট কতটি হাঁস আছে?

৪। একটি মাঠে ১৭টি গরু এবং ১১টি ছাগল আছে। ঐ মাঠে মোট কতটি গরু ছাগল আছে?

৫। পূজায় বাসন্তী ২৫ টাকা খরচ করলো এবং তাঁর বোন কাকলী ২৩ টাকা খরচ করলো। তারা দুজনে মোট কত টাকা খরচ করলো?

৬। একটি কলমের দাম ২৭ টাকা। একটি বইয়ের দাম ৩৫ টাকা। একটি কলম ও একটি বই কিনতে মোট কত টাকা লাগবে?

৭। সুমনের বাগানে ১৩টি আম গাছ এবং ২৭টি নারিকেল গাছ আছে। ঐ বাগানে মোট কতটি গাছ আছে?

৮। মা তার মেয়ের চেয়ে ২৪ বছরের বড়। মেয়ের বয়স ৩ হলে মায়ের বয়স কত?

৯। অনিক তার বাবা থেকে ২৫ বছরের ছোট। অনিকের বয়স ৮ হলে তার বাবার বয়স কত?

১০। পবিত্র গীতার কর্মযোগ অধ্যায়ে ৪৩টি, জ্ঞান যোগ অধ্যায়ে ৪২টি আর ভক্তি যোগ অধ্যায়ে ২০টি শ্লোক আছে। গীতার তিনটি অধ্যায়ে মোট কতটি শ্লোক আছে?

১১। বিধান বাজারে গিয়ে ৪৫০ টাকা দিয়ে একটি মাছ, ৩০ টাকা দিয়ে এক কেজি বেগুন কিনলেন। বিধান কত টাকার বাজার করলেন?

১২। চিত্ত বাবুর ১২ বিঘা ধানী জমি, ৪ বিঘা পাটের জমি আর ৯ বিঘা বিভিন্ন ফসলী জমি আছে। চিত্ত বাবুর মোট কত বিঘা জমি আছে?

১৩। একদিন নিতাই হাটে গিয়ে ৩০ টাকার দুধ, ৫৫ টাকার আম আর ২২ টাকা দিয়ে গুড় কিনে আনলেন। নিতাই ঐ দিন কত টাকা খরচ করলেন?

১৪। প্রিয়াংকার বাড়িতে ৯ জন, মাধবের বাড়িতে ৬ জন আর সুজনের বাড়িতে ১২ জন মানুষ থাকলে তাদের তিনজনের বাড়িতে মোট কতজন মানুষ আছে?

১৫। শ্রী গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগে ৭৮টি শ্লোক আর একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগে ৫৫টি শ্লোক আছে। ঐ দুই অধ্যায়ে মোট কতটি শ্লোক আছে?

পাঠ–৯৪

বিয়োগের ধারণা

বিয়োগ ঃ বিয়োগ বলতে প্রথমেই বুঝায় বাদ দেয়া, একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা বাদ দেওয়াই বিয়োগ। বিয়োগ বলতে খরচ হওয়া, চলে যাওয়া, কমে যাওয়া ইত্যাদি বোঝায়। '–' এই চিহ্নকে বিয়োগ চিহ্ন বলে।

দুই সংখ্যার মধ্যে '–' চিহ্ন থাকলে বাম দিকের সংখ্যাটি হতে ডানদিকের সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে বুঝায়।

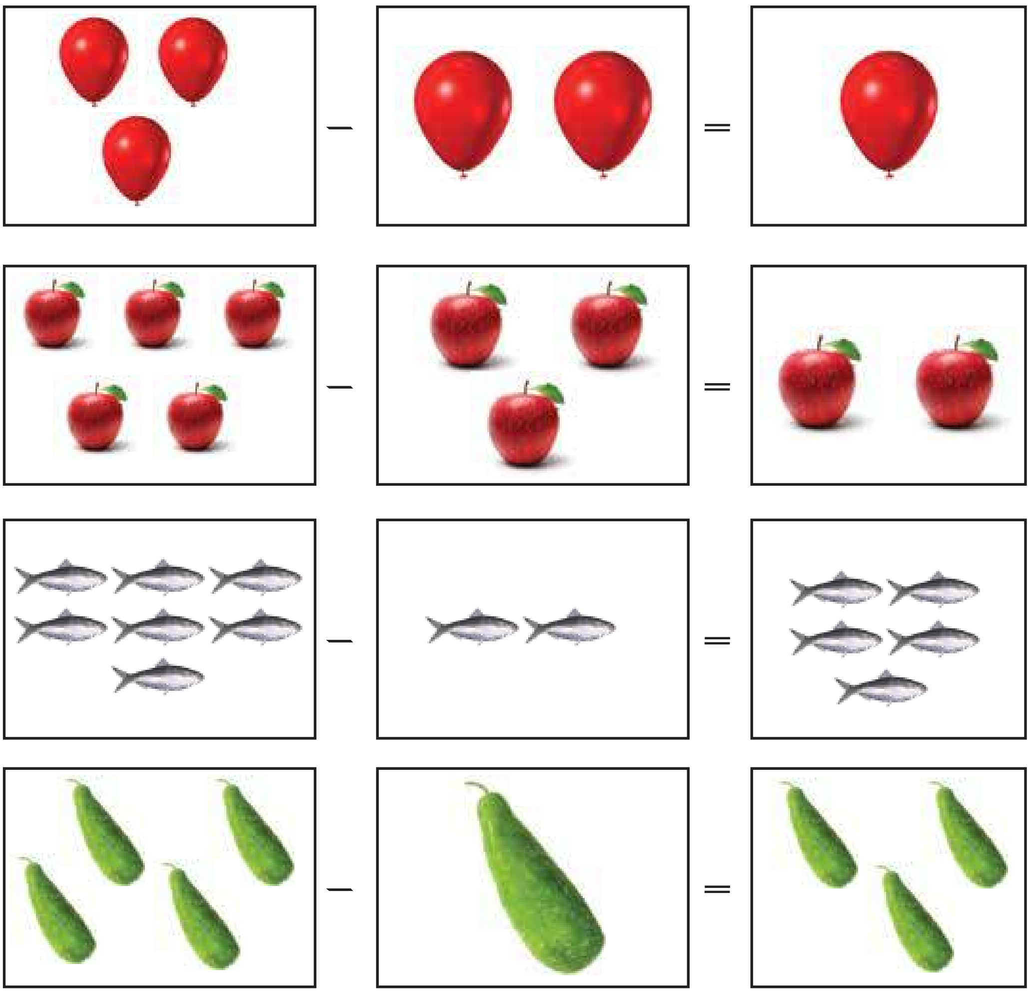

বিয়োগ (–) চিহ্ন

গণনা করে বিয়োগফল বের করি (একটি করে দেখানো হলো)

		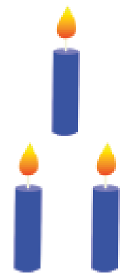	৫ −২ ৩
ক)	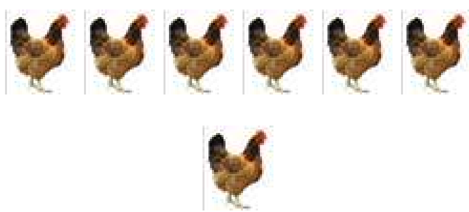	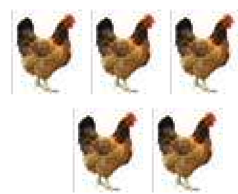	৬ −১
খ)			৯ −৩
গ)			৭ −৫

ছবি গণনা ও হিসাব করে বিয়োগফল লিখি।

পাঠ–৯৫

বিয়োগ করি

(ক)	১২ −১	(ঘ)	১৩ −১	(ছ)	১৪ −২	(ঞ)	১৫ −৪	(ড)	১৬ −৩
(খ)	২৫ −১	(ঙ)	২৬ −৪	(জ)	২৭ −২	(ট)	২৮ −৩	(ঢ)	২৯ −৬
(গ)	৩৭ −৫	(চ)	৩৭ −৬	(ঝ)	৩৯ −৫	(ঠ)	৩৮ −৭	(ণ)	৩৯ −৮

গণনা করে বিয়োগফল লিখি

(ত) ৫−১ = কত ?	(প) ৫−২ = কত?	(য) ৩−২=কত?
(থ) ৫−৪ = কত?	(ফ) ৬−৫ = কত?	(র) ৪−৩=কত?
(দ) ৬−১ = কত?	(ব) ৭−৪ = কত?	(ল) ৫−৩=কত?
(ধ) ৭−৩= কত?	(ভ) ৮−৪ = কত?	(শ) ৮−৫ = কত?
(ন) ৯−৭= কত?	(ম) ৯−১ = কত?	(ষ) ৯−৩ = কত?

পাঠ–৯৬

খালিঘর পূরণ করি

(ক) ৮– ☐ = ৩

(খ) ৭– ☐ = ১

(গ) ☐ – ৪ =৩

(ঘ) ৮– ☐ = ৭

(ঙ) ☐ – ৬ = ১

(চ) ☐ – ৪ = ৫

(ছ) ৭– ☐ = ২

(জ) ৯– ☐ = ৩

(ঝ) ☐ – ২ = ৩

(ঞ) ৮– ☐ = ৩

(ট) ☐ –৩ = ৫

(ঠ) ৮– ☐ = ২

(ড) ☐ – ২ = ২

(ঢ) ৯– ☐ = ৫

(ণ) ☐ – ৩ =৬

(ত) ৯– ☐ =৭

(থ) ৪– ☐ = ১

(দ) ☐ – ১ = ২

(ধ) ৭– ☐ =৫

(ন) ১০–৩ = ☐

পাঠ–৯৭

বিয়োগফল লিখি

(দুটি করে দেখানো হলো)

উদাহরণ–১

```
  ১৮
 –৪
 ───
 ১৪ (উত্তর ঃ ১৪)
```

উদাহরণ–২

১৪ – ১২ = ২ (উত্তর ঃ ২)

(ক)	১৮ –২	(খ)	১৭ –৫	(ক) ১৭–৪ = কত ? (খ) ১৩–২ = কত ? (গ) ১৯–৭ = কত ?
(গ)	১৬ –৫	(ঘ)	১৯ –১৩	(ঘ) ১২–১ = কত ? (ঙ) ১৮–৪ = কত ? (চ) ১৯–৩ = কত ?
(ঙ)	১৩ –১	(চ)	১৭ –৭	(ছ) ১৩–২ = কত ? (জ) ১৭–৫ = কত ? (ঝ) ১৯–১৫ = কত ?
(ছ)	১৮ –৮	(জ)	১৭ –৩	(ঞ) ১৮–৬ = কত ? (ট) ১৯–১৮ = কত ? (ঠ) ২০–৬ = কত ?
(ঝ)	১৪ –২	(ঞ)	১৩ –২	(ড) ১৮–১১ = কত ? (ঢ) ১৭–১০ = কত ? (ণ) ১৯–১৪ = কত ?
(ট)	২০ –৬	(ঠ)	২০ –৩	(ত) ১৪–১৩ = কত ?
(ড)	১৯ –১৪	(ঢ)	১৮ –১৫	(ণ) ১৬ –৩ (ত) ১৪ –৩

অনুশীলনী

১। শ্রী গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাস যোগে ৪৭টি শ্লোক আছে। বিধান তা থেকে ৩৫টি শ্লোক পাঠ করলে আর কতটি শ্লোক পাঠ করতে বাকী থাকবে?

২। একটি কলমের দাম ৫৫ টাকা। ননীর কাছে ৪৭ টাকা আছে। আর কত টাকা হলে ননী কলমটি কিনতে পারবে।

৩। পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬৮ বছর। পিতার বয়স ৪৪ বছর হলে পুত্রের বয়স কত?

৪। হৃদয় দোকান থেকে ৭৩ টাকার দ্রব্য কিনে ১০০ টাকার একটি নোট দিল। হৃদয় কত টাকা ফেরত পাবে?

৫। ছন্দার নিকট ৫৯ টাকা জমা ছিল। ছন্দা ঐ টাকা থেকে ৩৫ টাকা দিয়ে এক বোতল আলতা কিনলে তার নিকট আর কত টাকা থাকবে?

৬। আপনার শ্রেণিতে ২০ জন ছাত্র আছে। এর মধ্যে ১২ জনের বাড়িতে মন্দির আছে। কতজন ছাত্রের বাড়িতে মন্দির নেই?

৭। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ৫৮ মন চাল খরচ হবে। ২৩ মন চাল ইতোমধ্যে খরচ হয়ে গিয়ে থাকলে আর কত মন চাল খরচ হতে বাকি আছে?

৮। পুতুল তার মায়ের চেয়ে ৩০ বছরের ছোটো। পুতুলের মায়ের বয়স ৪২ বছর হলে পুতুলের বয়স কত?

৯। একজন সাধক ৩৩ কিলোমিটার দূরে তীর্থ করার জন্য রওনা হয়ে ১৮ কিলোমিটার পথ গেল। আর কত কিলোমিটার পথ বাকী থাকল?

১০। সৌমেনবাবু তাঁর জমির চারপাশে ৪৩টি খেজুরের গাছ লাগালেন। তিন বছর পর দেখা গেল ২৯টি গাছ বেঁচে আছে। সৌমেনবাবুর লাগানো গাছ থেকে কতটি মারা গেল?

১১। লতিকার ২৫টি হাঁস আছে। তা থেকে যদি তিনি ৯টি হাঁস বিক্রি করে দেন তাহলে তাঁর কতটি হাঁস থাকবে?

১২। কাজল শ্রী গীতার ৭০০টি শ্লোক থেকে ৩৪২টি শ্লোক বলতে পারেন। কাজল গীতার কতটি শ্লোক বলতে পারেন না?

পাঠ– ৯৮

গুণ

গুণের ধারণা :

৪টি ঘরে ২টি করে গমের শীষ আছে, ৪টি ঘরের গমের শীষ এক করলে ৮টি গমের শীষ হবে।

২ + ২ + ২ + ২ = ৮

২ x ৪ = ৮, এটা লেখা যায়,

$$\begin{array}{r} ২ \\ \times ৪ \\ \hline ৮ \end{array}$$

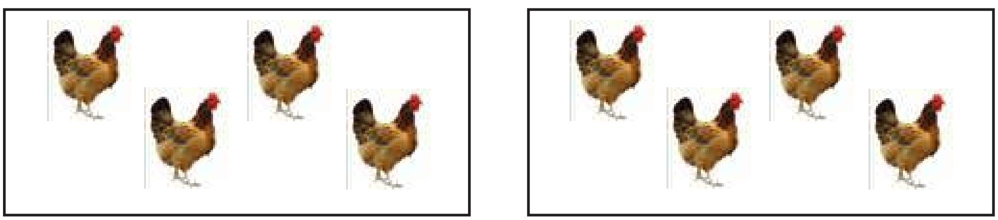

২টি ঘরে ৪টি করে মোরগ,

২টি ঘরের মোরগ একত্রে ৮টি মোরগ।

৪ + ৪ = ৮

৪ x ২ বার সমান ৮

৪ x ২ = ৮

এটা লিখা যায়।

$$\begin{array}{r} ৪ \\ \times ২ \\ \hline ৮ \end{array}$$

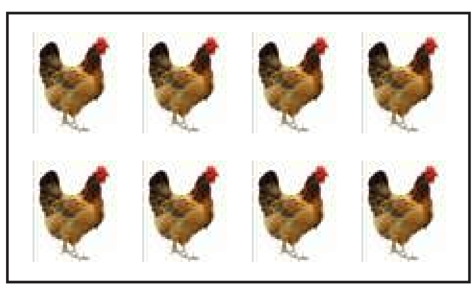

পাঠ– ৯৯

খালিঘর পূরণ করি

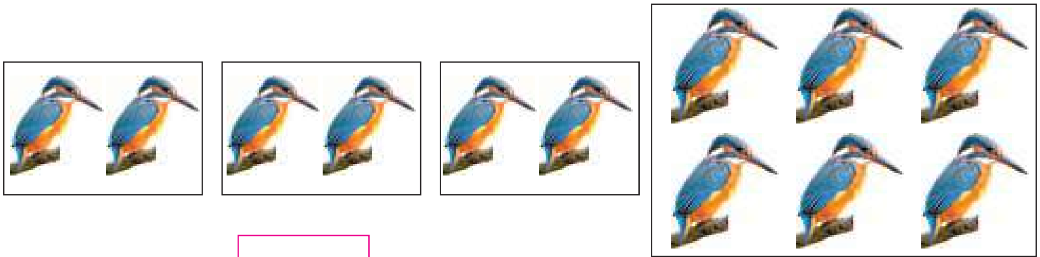

২+২+২ = ☐

২ X ৩ = ☐

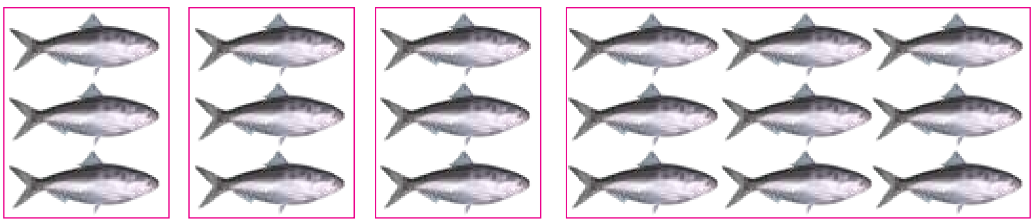

৩+৩+৩ = ☐

৩ X ৩ = ☐

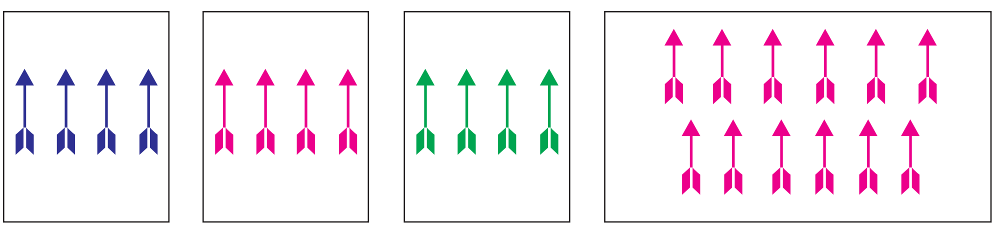

৪+৪+৪ = ☐

৩ X ৪ = ☐

পাঠ– ১০০

গুণের নামতা

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৩	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০

গুণের নামতা

	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৬	১২	১৮	২৪	৩০	৩৬	৪২	৪৮	৫৪	৬০
	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৭	১৪	২১	২৮	৩৫	৪২	৪৯	৫৬	৬৩	৭০
	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৮	১৬	২৪	৩২	৪০	৪৮	৫৬	৬৪	৭২	৮০
	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
৯	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৯	১৮	২৭	৩৬	৪৫	৫৪	৬৩	৭২	৮১	৯০
	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০	১০০

পাঠ–১০১

নামতার সাহায্যে গুণ করি

৩ X ৭ = ২১

৪ X ৫ =

৬ X ৪ =

৪	৬	৫
X ৬	X ৮	X ৫
২৪		

নামতার সাহায্যে গুণফল লিখুন (২টি করে দেখানো হলো)

৬ X ৩ = ১৮

৩ X ৪ =

৩ X ৯ =

৪ X ৮ =

৪ X ১০ =

৯	২	৩
X ৯	X ৮	X ৬
৮১		

৪	৫	৬
X ৭	X ৮	X ৪

৪ X ০ = ০

কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হয়।

০ X ৩ = ০

শূন্যকে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হয়।

পাঠ–১০২

গুণ করি (দুইটি করে দেখানো হলো)

উদাহরণ–১	উদাহরণ–২
২১ × ৪ = ৮৪	১৩ X ৩ = ৩৯

উদাহরণ–১

```
  ২১
 X৪
----
  ৮৪
```

উদাহরণ–২

১৩ X ৩ = ৩৯

```
  ৭       ৯
 X৬      X৭
----    ----

 ১৩      ১১
 X৩      X৪
----    ----

 ১৪      ২০
 X২      X৪
----    ----

 ২১      ৪১
 X৩      X২
----    ----
```

৫ X ৬ =

৯ X ৫ =

১২ X ৩ =

১৩ X ২=

১০ X ৭=

২১ X ৩=

অনুশীলনী

গুণ করি

```
  ৮      ৮      ৫      ৮      ৮
  ৯      ৮      ৯      ৪      ৫
----   ----   ----   ----   ----

 ১০      ৮      ৭     ৩৪     ৩৩
 ১০      ১      ০      ২      ৩
----   ----   ----   ----   ----

 ২০     ২১     ২৪     ৫১     ১৪
  ৪      ৫      ৭      ১      ২
----   ----   ----   ----   ----
```

অনুশীলনী

১। একটি মন্দিরে ৯টি পরিবার পূজার্চনা করে। ঐরূপ ৪টি মন্দিরে কতটি পরিবার পূজার্চনা করতে পারবে?

২। লতিকা মাসী দিনে ২৫ বার নাম জপ করেন। ৭ দিন শেষে তিনি কতবার নাম জপ করে থাকেন?

৩। একটি আলমারীতে তিনটি তাক আছে। প্রতি তাকে যদি ২৯ খানা করে ধর্মীয় গ্রন্থ থাকে তবে ঐ আলমারীতে কতখানি ধর্মীয় গ্রন্থ আছে?

৪। চন্দনার একটি শাড়ি কিনতে ৬৭৫ টাকা লাগে। চন্দনা যদি বছরে তিনটি শাড়ি কেনে তবে তার কত টাকা খরচ হবে?

৫। আপনার বাড়িতে প্রতি বছর আড়ম্বরে তিনটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আপনি প্রতি পূজায় ৩৩৩ টাকা করে খরচ করলে বছরে আপনার কত টাকা খরচ হয়?

৬। নীলিমা প্রতিদিন ৫ টাকা করে সঞ্চয় করে থাকে। এক মাস পর (৩০ দিনে মাস) তাঁর কত টাকা সঞ্চয় হবে?

৭। প্রিয় কাকা একটি মন্দির নির্মাণে ৪৯৯ টাকা দান করলেন। দুইটি মন্দির নির্মাণে একই পরিমাণ দান করলে তাঁর কত টাকা দান করতে হবে?

৮। এক কেজি পটলের দাম ২০ টাকা। ২৫ কেজি পটলের দাম কত?

৯। এক মন ধান বিক্রি করলে ৬০০ টাকা পাওয়া যায়। ঐ রূপ ৪ মন ধান বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে?

১০। রীনাদি প্রতিদিন ৪ কেজি চালের মুড়ি ভেজে বিক্রি করেন। এক সপ্তাহে রীনাদি কত কেজি চালের মুড়ি বিক্রি করেন?

১১। সাধনদা একটি জমি চাষ করে দিয়ে ১৮০ টাকা নেন। নির্মলদা সাধনদাকে দিয়ে ঐ রূপ তিনটি জমি চাষ করিয়ে নিলে সাধনদাকে কত টাকা দিতে হবে?

১২। পিতার বয়স কন্যার বয়সের ৪ গুণ। কন্যার বয়স ১৩ বছর হলে পিতার বয়স কত?

পাঠ–১০৩

ভাগ

ভাগের ধারণা :

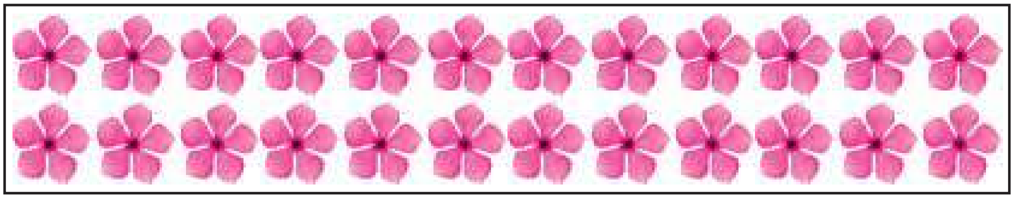

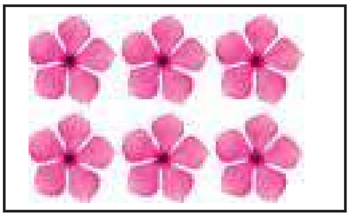

২৪টি ফুল সমান
৪ ভাগ করা হলো,
প্রত্যেক ভাগে
পড়লো ৬টি ফুল।

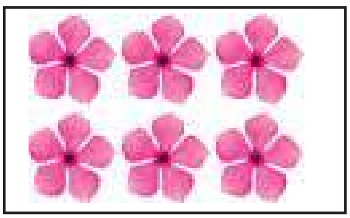

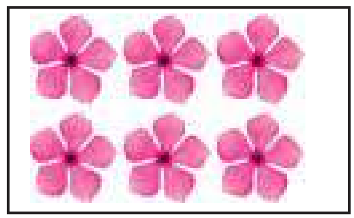

২৪ ÷ ৪ = ৬

৪) ২৪ (৬
    ২৪
    ———
     X

---

৪২ ÷ ৭ = কত ?
৭ X ১ = ৭; ৭ X ২ = ১৪; ৭ X ৩ = ২১;
৭ X ৪ = ২৮; ৭ X ৫ = ৩৫; ৭ X ৬ = ৪২;
৪২ ÷ ৭ = ৬

৭) ৪২ (৬
    ৪২
    ———
     X

---

৮১ ÷ ৯ = কত ?
৯ X ৯ = ৮১
৮১ ÷ ৯ = ৯

৯) ৮১ (৯
    ৮১
    ———
     X

পাঠ–১০৪

ভাগ করি (প্রথম দুইটি করে দেখানো হলো)

৩৬ ÷ ৪ = ৯
১৫ ÷ ৫ =
২৫ ÷ ৫ =
৩৫ ÷ ৫ =
৪৫ ÷ ৫ =
৫০ ÷ ৫ =

৭) ৪২ (৬
    ৪২
    ———
     ×

৫) ৩০ (
৬) ৪৮ (
৭) ৫৬ (

ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ

ভাজ্য

ভাজক ⟶ ৪) ২৯ (৭ ⟵ ভাগফল
           ২৮
           ——
            ১

ও ভাগশেষ

এখানে, ২৯ ভাজ্য
৪ ভাজক
৭ ভাগফল, ১ ভাগশেষ।

অর্থাৎ, ভাজ্য = ভাজক x ভাগফল + ভাগশেষ
২৯ = ৪ x ৭ + ১

১. যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তা ভাজ্য;
২. যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় তা ভাজক;
৩. ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায় তা ভাগফল;
৪. ভাজ্যের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তা ভাগশেষ;
৫. ভাগশেষ ভাজক থেকে অবশ্যই ছোট;
৬. ভাগশেষ না থাকলে ভাগ অঙ্কটি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়।

এ ক্ষেত্রে, ভাজ্য = ভাজক x ভাগফল।
অর্থাৎ ২৮ = ৪ x ৭

পাঠ–১০৫

খালি ঘর পূরণ করি (একটি করে দেখানো হলো)

৬) ৫০ (৮
৪৮
―――
২

এখানে ভাজ্য = ৫০
ভাজক = ৬
ভাগফল = ৮
ভাগশেষ = ২

---

৭২ ÷ ৯ = ৮

এখানে ভাজ্য = ☐
ভাজক = ☐
ভাগফল = ☐
ভাগশেষ = ☐

---

৯) ৭৪ (৮
৭২
―――
২

এখানে ভাজ্য = ☐
ভাজক = ☐
ভাগফল = ☐
ভাগশেষ = ☐

অনুশীলনী

ভাগ করি :

১৮ ÷ ২	৪২ ÷ ৬	৩৫ ÷ ৫
২৪ ÷ ৩	৬৪ ÷ ৮	৭০ ÷ ৭
৪০ ÷ ৮	৫০ ÷ ৫	৭২ ÷ ৮
২৭ ÷ ৯	১০ ÷ ১০	৮১ ÷ ৯
১৫ ÷ ৩	৩০ ÷ ৫	৯০ ÷ ১০
২৮ ÷ ৪	৭২ ÷ ৯	৪৮ ÷ ৮
৩২ ÷ ৮	৭০ ÷ ১০	৮০ ÷ ১০
২৭ ÷ ৩	৪২ ÷ ৬	৫৪ ÷ ৬
৩৬ ÷ ৪	২৮ ÷ ৭	৫৬ ÷ ৮
২৪ ÷ ৪	৪০ ÷ ৫	৪৯ ÷ ৭

অনুশীলনী

১। শিপ্রা প্রতিদিন দুটি করে শ্লোক মুখস্থ করে। ৩০টি শ্লোক মুখস্থ করতে তাঁর কতদিন লাগবে?

২। ২৫টি আম যদি আপনারা পাঁচ জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেন তবে প্রত্যেকে কতটি করে আম পাবেন?

৩। ৬ কেজি চালের দাম ১৬২ টাকা হলে প্রতি কেজি চালের দাম কত?

৪। নির্মল ৭টি নারিকেল ৫৬০ টাকায় বিক্রি করলো। নির্মল প্রতিটি নারকেল কত টাকায় বিক্রি করলো?

৫। মানসীকে ৬০টি কলা দিয়ে বলা হলো তোমরা ১৫ জনে সমান ভাগে ভাগ করে নাও, তাহলে মানসী কতটি কলা পাবে?

৬। নবীনদা এক সপ্তাহ জমিতে কাজ করে ধীরেন বাবুর কাছ থেকে ৩১৫ টাকা পেলো। নবীনদা একদিন কাজ করলে ঐ হিসাবে কত টাকা পেতো?

৭। মিনতি তাঁর ছোট বোন সুনীতিকে ৪২ টাকা দিয়ে বললো তোরা তিন বন্ধুতে সমান ভাগে ভাগ করে নিস। এ ক্ষেত্রে সুনীতি কত টাকা পাবে?

পাঠ–১০৬

বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রা ও নোট

ক্রমিক	ধাতব মুদ্রা (৮ প্রকার)	কাগজের নোট (১০ প্রকার)
০১	১ পয়সা	১ টাকা
০২	৫ পয়সা	২ টাকা
০৩	১০ পয়সা	৫ টাকা
০৪	২৫ পয়সা	১০ টাকা
০৫	৫০ পয়সা	২০ টাকা
০৬	১ টাকার কয়েন	৫০ টাকা
০৭	২ টাকার কয়েন	১০০ টাকা
০৮	৫ টাকার কয়েন	২০০ টাকা
০৯	-	৫০০ টাকা
১০	-	১০০০ টাকা

অনুশীলন

১। অদ্রিতার কাছে ৫টি ১০ টাকার নোট আছে। কমল তাকে ২টি ২০ টাকার নোট দিলো। তার কাছে এখন কত টাকা আছে?

২। সম্পার কাছে ৩টি ৫০ টাকার এবং ৫টি ১০ টাকার নোট আছে। তা থেকে সে ৪০ টাকার কলা কিনলো। তার কাছে এখন কত টাকা অবশিষ্ট আছে?

৩। বিপুর কাছে ২টি ১০০ টাকা এবং ৩টি ৫০ টাকার নোট আছে। এখান থেকে সে দিপুকে ৮০ টাকা দিলো, তার কাছে এখন কত টাকা আছে?

৪। প্রিয়াংকাকে তার মা ১০০ টাকার ৪টি নোট দিলো। তার কাছে মোট কত টাকা আছে?

৫। গোপালকে তার মা ৫০ টাকার ১০টি নোট দিলো। গোপাল তার তিন ভাই বোনকে ৫০ টাকা করে দিলে তার কাছে আর কত টাকা থাকবে?

৬। আশীষকে তার বাবা প্রতিদিন ২০ টাকা এবং মা ১০ টাকা করে দেয়। তাহলে সপ্তাহ শেষে আশীষের কাছে কত টাকা হবে?

৭। টুম্পা তার তিন ভাই থেকে যথাক্রমে ১০০, ৫০ ও ৮০ টাকা করে পেলো। সেই টাকা থেকে সে ১০০ টাকা দিয়ে একটি খেলনা কিনলো। তার কাছে এখন আর কত টাকা রয়েছে?

৮। ইভার ৩ ভাই তাকে ১০০ টাকা করে দিলো। সেই টাকা থেকে সে ১২৫ টাকা দিয়ে একটি বই, ১৫ টাকা দিয়ে একটি কলম এবং ৩০ টাকা দিয়ে একটি বল কিনলো। তার কাছে এখন কত টাকা রয়েছে?

পাঠ–১০৭

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

ক্রমিক	দেশের নাম	মুদ্রার নাম
১.	বাংলাদেশ	টাকা
২.	ভারত	রূপি
৩.	পাকিস্তান	পাকিস্তানী রূপি
৪.	শ্রীলংকা	শ্রীলংকান রূপি
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	উন (Won)
৬.	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর ডলার
৭.	মালদ্বীপ	রুফিয়া (Rufiya)
৮.	ইন্দোনেশিয়া	রূপিয়া (Rupiah)
৯.	মালয়েশিয়া	রিংগিট (Ringgit)
১০.	চীন	ইউয়ান (Yuan)
১১.	জাপান	ইয়েন (Yen)
১২.	সৌদি আরব	রিয়াল (Riyal)
১৩.	যুক্তরাষ্ট্র	ডলার
১৪.	ইংল্যান্ড	পাউন্ড স্টার্লিং
১৫.	রাশিয়া	রুবল
১৬.	কানাডা	কানাডিয়ান ডলার
১৭.	ইতালি	ইউরো
১৮.	কুয়েত	কুয়েত দিনার
১৯.	ইরান	রিয়েল (Rial)
২০.	থাইল্যান্ড	বাথ (Baht)

পাঠ–১০৮

পরিমাপ

দৈর্ঘ্য পরিমাপ :

কোনো জিনিসের লম্বা বা দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য মিটার কাঠি বা মিটার স্কেল ব্যবহার করা হয়।

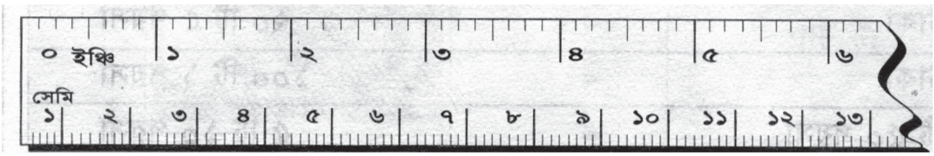

১ সেন্টিমিটার

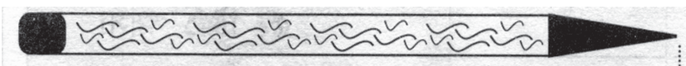

১২ সেন্টিমিটার

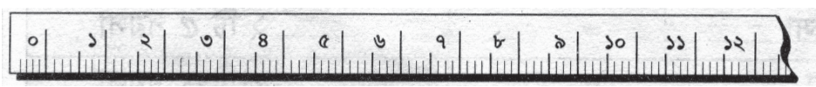

দৈর্ঘ্যের মাপগুলো দেখ।

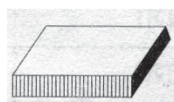

৫ সেন্টিমিটার

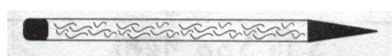

৯ সেন্টিমিটার

১০ মিলিমিটার = ১ সেন্টিমিটার
১০০ সেন্টিমিটার = ১ মিটার
১০০০ মিটার = ১ কিলোমিটার
১২ ইঞ্চিতে = ১ ফুট
১৮ ইঞ্চিতে = ১ হাত
৩ ফুট = ১ গজ বা ২ হাত বা ৩৬ ইঞ্চি
১৭৬০ গজ = ১ মাইল
৫২৮০ ফুট = ১ মাইল
৬ ফুট = ১ ফ্যাদম
২২০ গজ = ১ ফার্লং
৮ ফার্লং = ১ মাইল।

পাঠ–১০৯

ওজন পরিমাপ (পরিমাপের একক ‘গ্রাম’)

কোনো বস্তুর ওজন পরিমাপ করার জন্য বাটখারা ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি বাটখারার ছবি দেওয়া হলো :

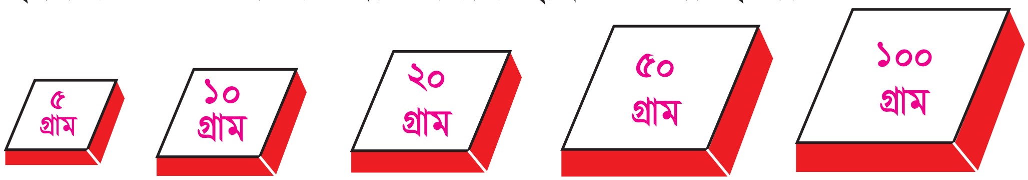

৫ গ্রাম ১০ গ্রাম ২০ গ্রাম ৫০ গ্রাম ১০০ গ্রাম

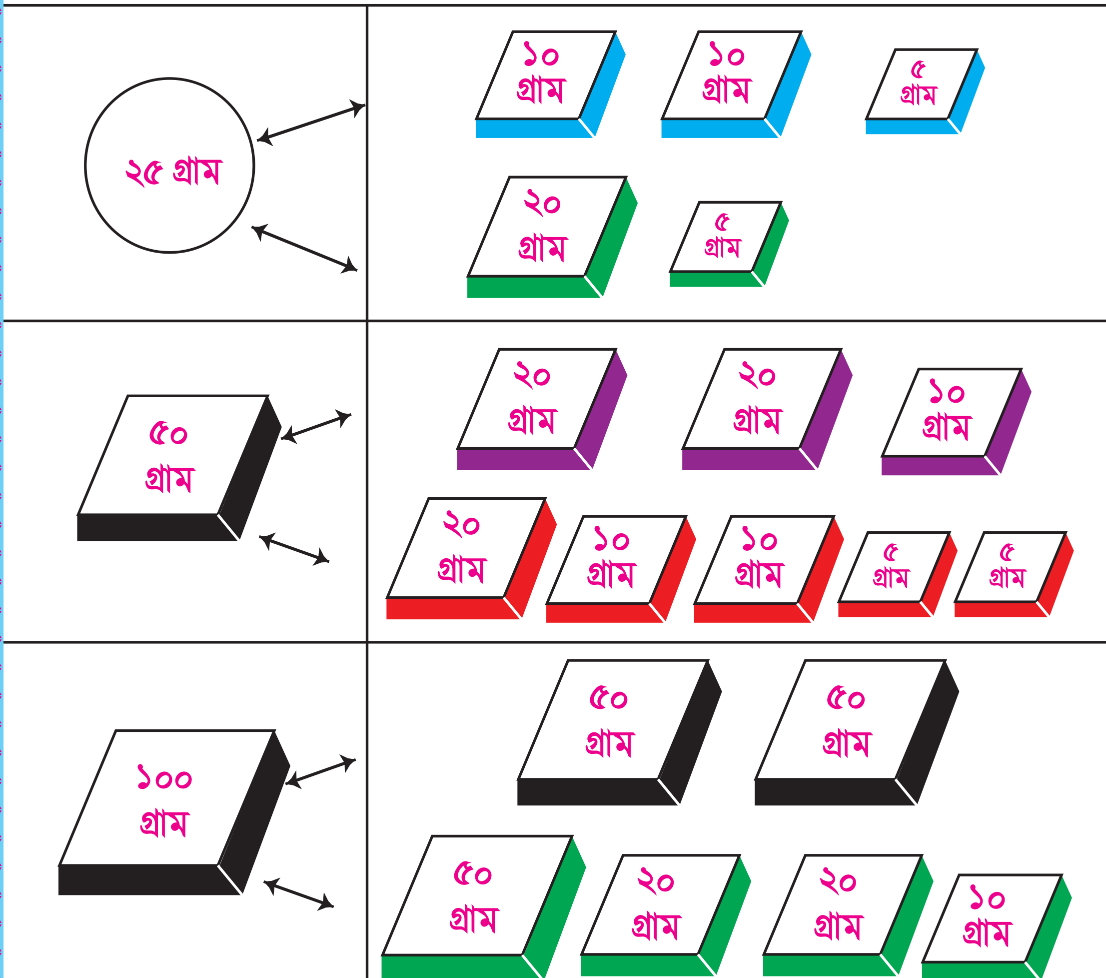

ওজন পরিমাপের একক : গ্রাম

পাঠ–১১০

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ

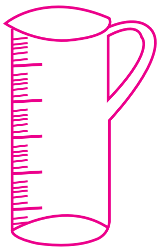

মাপ চোংগা

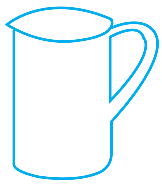

তেল মাপার মগ

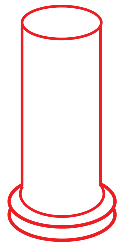

বাঁশের চোংগা

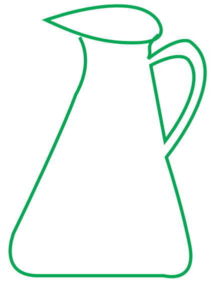

লিটার মাপনি

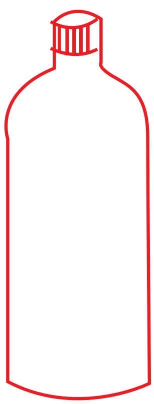

লিটার মাপের বোতল

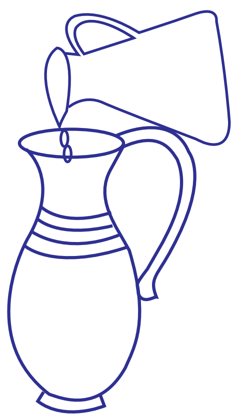

২ লিটার মাপের জগ

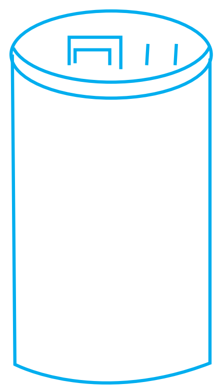

৩ লিটার মাপের টিন

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক : লিটার

পাঠ–১১১

দেখি ও বলি কোনটি কি ?

আকৃতিগুলো চেনার চেষ্টা করি

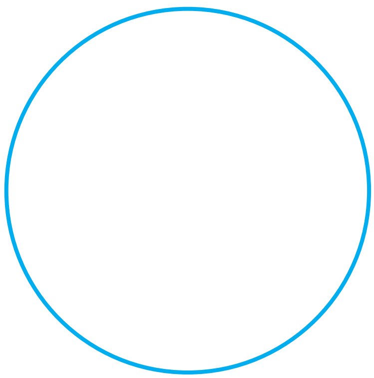

গোল

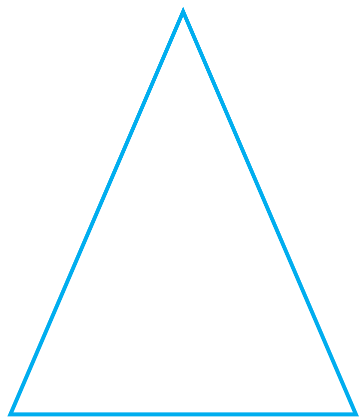

তিনকোণা

চারকোণা

পাঠ–১১২

দেখি ও বলি কোনটি কী?

আকৃতিগুলো চেনার চেষ্টা করি

চুড়ি বা কৌটা বসিয়ে গোল আঁকুন

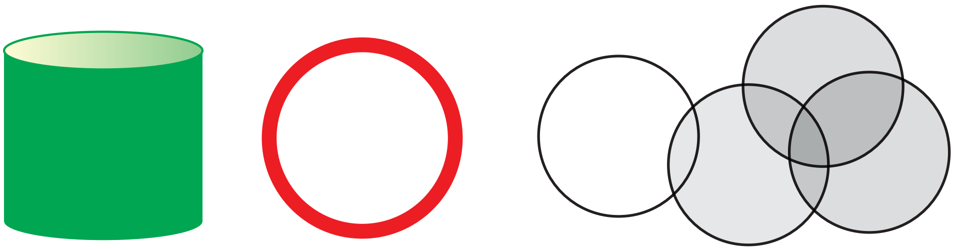

কোনটা গোল, চারকোণা এবং ত্রিকোণা বলুন

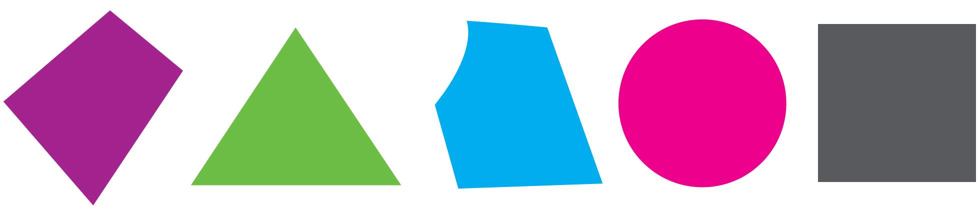

কাগজে হাত ঘুরিয়ে গোল গোল করুন

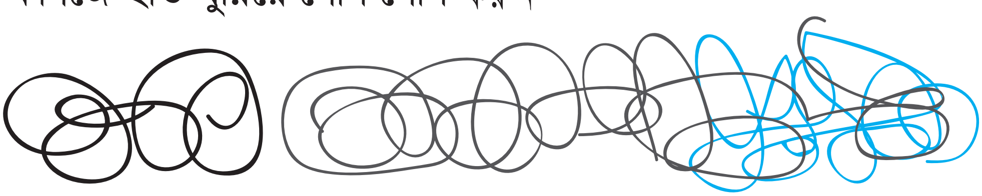

ভগ্নাংশের ধারণা

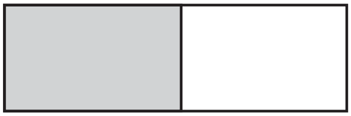

$\frac{১}{২}$ বা অর্ধাংশ বা দুই ভাগের এক

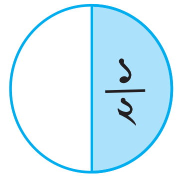

$\frac{১}{৩}$ বা এক তৃতীয়াংশ বা
তিন ভাগের এক ভাগ

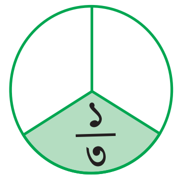

$\frac{২}{৩}$ বা দুই তৃতীয়াংশ বা
তিন ভাগের দুই ভাগ

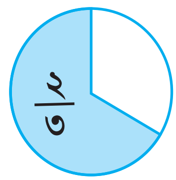

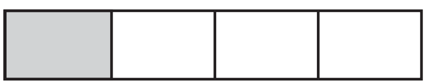

$\frac{১}{৪}$ বা এক চতুর্থাংশ বা
চার ভাগের এক ভাগ

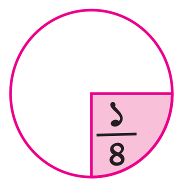

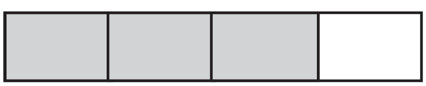

$\frac{৩}{৪}$ বা তিন চতুর্থাংশ বা
চার ভাগের তিন ভাগ

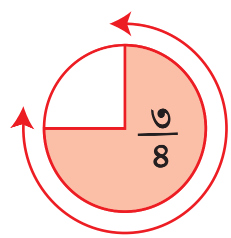

পাঠ– ১১৪

লক্ষ করি

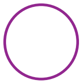 একটি আস্ত জিনিসকে –

২টি সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগকে বলে অর্ধাংশ

৩টি সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগকে বলে এক–তৃতীয়াংশ 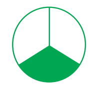

৪টি সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগকে বলে এক–চতুর্থাংশ 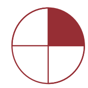

৫টি সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগকে বলে এক–পঞ্চমাংশ

নিম্নের চিত্রগুলোতে কত অংশে রঙিন ছায়া পড়েছে তা এ খালি ঘরে লিখি।

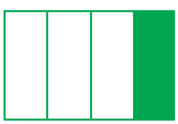 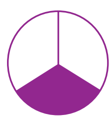 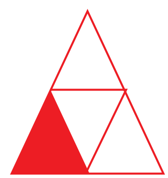

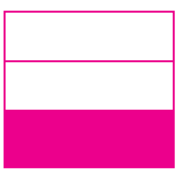 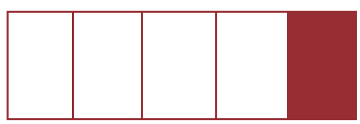 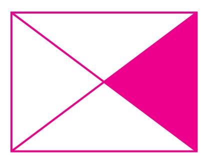

নিচের ছবিগুলোতে ১/৪ অংশ পেনসিল দিয়ে কালো করুন :

ক) 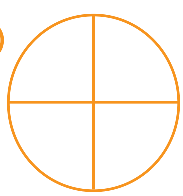 খ) 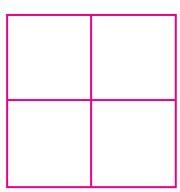 গ) 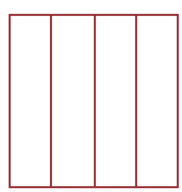 ঘ) 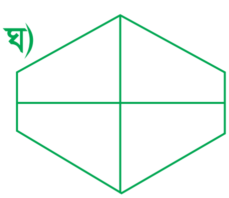

পাঠ– ১১৫

দিন, সপ্তাহ ও মাস, সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টা

৬০ সেকেন্ডে	১ মিনিট	৭ দিনে	১ সপ্তাহ
৬০ মিনিটে	১ ঘণ্টা	৩০ দিনে	১ মাস
২৪ ঘণ্টায়	১ দিন	১২ মাসে	১ বছর

দাগ টেনে মিল করুন (একটি করে দেখানো হলো) :

২৪ ঘণ্টায়		১ মাস
৩০ দিনে		১ দিন
৭ দিনে		৬০ সেকেন্ড
১ মিনিট		১ সপ্তাহ
১ ঘণ্টা	→	৬০ মিনিট

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১ দিন =		ঘণ্টা	১২ মাস =		বৎসর
৩০ দিন =		মাস	৭ দিন =		সপ্তাহ
৬০ মিনিট =		ঘণ্টা	১ মিনিট =		সেকেন্ড

জেনে রাখুন – ২৪ সেকেন্ডে ১ পল, ২ পলে ১ মুহূর্ত, ৩ ঘণ্টায় ১ প্রহর, ৮ প্রহরে ১ দিন। ১২ বছরে ১ যুগ, ২৫ বছরে ১ প্রজন্ম, ১০০ বছরে ১ শতাব্দি।

পাঠ– ১১৬

সপ্তাহের সাতটি দিন

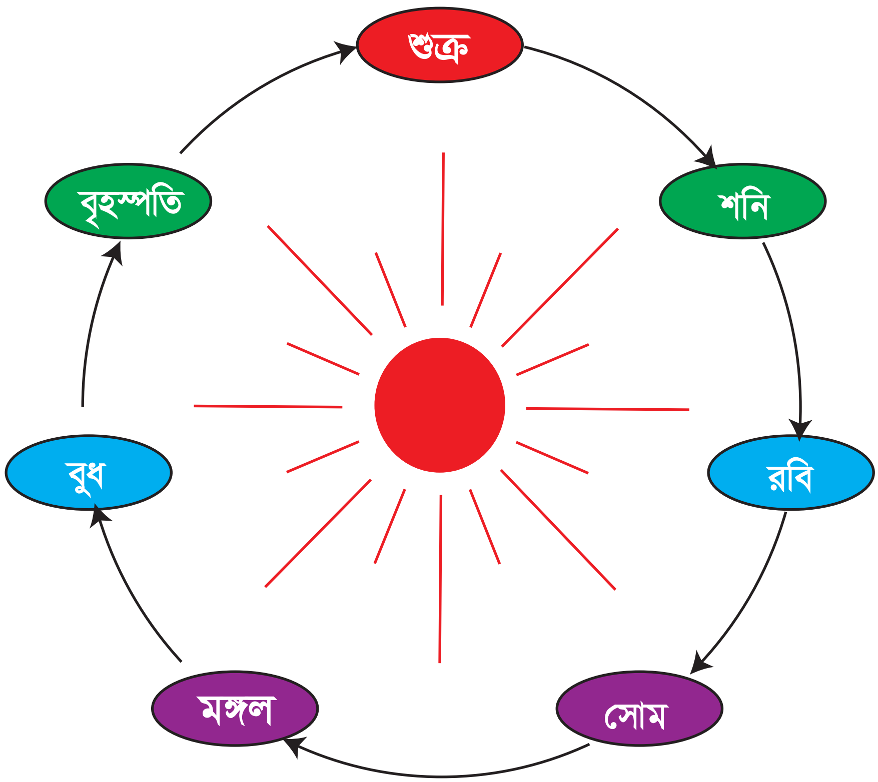

শনিবারের পরের দিন কী বার ?
গতকাল কী বার ছিল ?
আগামীকাল কী বার হবে ?
শুক্রবারের পরে কী বার ?
শুক্রবারের আগে কী বার ?
শনিবার হতে শুরু করে সাতটি বারের নাম বলুন।

বাংলা ও ইংরেজি মাসের নাম শিখি

বাংলা বারো মাস

পাঠ– ১১৮

সাত দিনের নাম শিখি

সপ্তাহের দিনগুলোর নাম :		ইংরেজি দিনগুলোর নাম :		
১।	শনিবার	১।	স্যাটারডে	(SATURDAY)
২।	রবিবার	২।	সানডে	(SUNDAY)
৩।	সোমবার	৩।	মানডে	(MONDAY)
৪।	মঙ্গলবার	৪।	টুয়েসডে	(TUESDAY)
৫।	বুধবার	৫।	ওয়েনেসডে	(WEDNESDAY)
৬।	বৃহস্পতিবার	৬।	থার্সডে	(THURSDAY)
৭।	শুক্রবার	৭।	ফ্রাইডে	(FRIDAY)

বারো মাসের নাম শিখি

বাংলা বারো মাসের নাম :		ইংরেজি বারো মাসের নাম :		
১।	বৈশাখ	১।	জানুয়ারি	(JANUARY)
২।	জ্যৈষ্ঠ	২।	ফেব্রুয়ারি	(FEBRUARY)
৩।	আষাঢ়	৩।	মার্চ	(MARCH)
৪।	শ্রাবণ	৪।	এপ্রিল	(APRIL)
৫।	ভাদ্র	৫।	মে	(MAY)
৬।	আশ্বিন	৬।	জুন	(JUNE)
৭।	কার্তিক	৭।	জুলাই	(JULY)
৮।	অগ্রহায়ণ	৮।	আগস্ট	(AUGUST)
৯।	পৌষ	৯।	সেপ্টেম্বর	(SEPTEMBER)
১০।	মাঘ	১০।	অক্টোবর	(OCTOBER)
১১।	ফাল্গুন	১১।	নভেম্বর	(NOVEMBER)
১২।	চৈত্র	১২।	ডিসেম্বর	(DECEMBER)

সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছরের মধ্যে সম্পর্ক :

৬০ সেকেন্ডে	১ মিনিট	৩০ দিনে	১ মাস
৬০ মিনিটে	১ ঘণ্টা	৩৬৫ দিনে	১ বৎসর
২৪ ঘণ্টায়	১ দিন	১২ মাসে	১ বৎসর
৭ দিনে	১ সপ্তাহ	৫২ সপ্তাহে	১ বৎসর
১৫ দিনে	১ পক্ষ	১২ বৎসর	১ যুগ

জোড় সংখ্যা শিখি

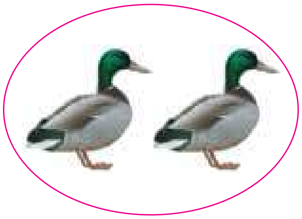	২ টি = ১ জোড়া	২
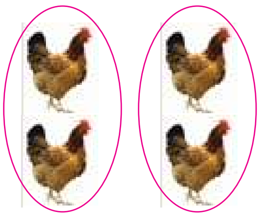	৪ টি = ২ জোড়া	৪
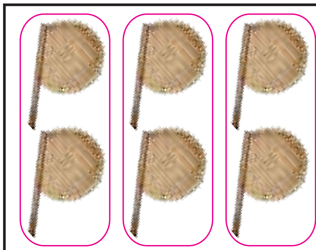	৬ টি = ৩ জোড়া	৬
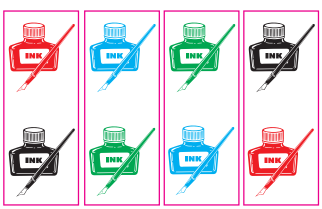	৮ টি = ৪ জোড়া	৮
	১০ টি = ৫ জোড়া	১০

পাঠ– ১২০

বিজোড় সংখ্যা শিখি

	১ টি = ০ জোড়া	১
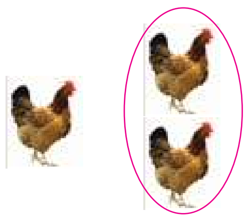	৩ টি =১ জোড়া ১টি	৩
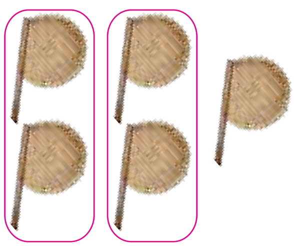	৫ টি = ২ জোড়া ১টি	৫
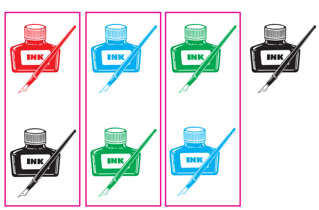	৭ টি = ৩ জোড়া ১টি	৭
	৯ টি = ৪ জোড়া ১টি	৯

পাঠ– ১২১

জোড় ও বিজোড় সংখ্যা শিখি

জোড়	বিজোড়
১০	১১
১২	১৩
১৪	১৫
১৬	১৭
১৮	১৯

২০টি = ১০ জোড়া

বস্তু গণনার সময় জোড়া বা জোড় ১টি বলা হয়।

কিন্তু সংখ্যা গণনার সময় জোড় বা বিজোড় সংখ্যা বলা হয়।

পাঠ– ১২২

বাংলাদেশের বিভাগ ও জেলা পরিচিতি

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম। বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশে ০৮টি বিভাগ, ৬৪ জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলা রয়েছে। নিম্নে বিভাগওয়ারী জেলা এবং উপজেলার নাম তুলে ধরা হলো:

ঢাকা বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-১৩টি, উপজেলার সংখ্যা-৮৯টি

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	ঢাকা	সাভার, ধামরাই, কেরাণীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার। (০৫)
০২	নারায়ণগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ সদর, আড়াইহাজার, বন্দর, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ। (০৫)
০৩	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালীগঞ্জ, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর। (০৫)
০৪	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, বেলাবো, মনোহরদী, পলাশ, রায়পুরা, শিবপুর। (০৬)
০৫	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, হরিরামপুর, সাটুরিয়া, ঘিওর, শিবালয়, দৌলতপুর, সিংগাইর। (০৭)
০৬	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, শ্রীনগর, সিরাজদিখান, লৌহজং, গজারিয়া, টংগীবাড়ি। (০৬)
০৭	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, শিবচর, কালকিনি, রাজৈর, ডাসার। (০৫)
০৮	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া, জাজিরা, গোসাইরহাট, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা। (০৬)
০৯	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, বাসাইল, ভুয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, গোপালপুর, মধুপুর, মির্জাপুর, নাগরপুর, সখিপুর, কালিহাতী, ধনবাড়ী। (১২)
১০	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, বালিয়াকান্দি, কালুখালী। (০৫)
১১	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, ইটনা, কটিয়াদী, ভৈরব, তাড়াইল, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কুলিয়ারচর, করিমগঞ্জ, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, মিঠামইন, নিকলী। (১৩)
১২	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর। (০৫)
১৩	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, সদরপুর, নগরকান্দা, ভাঙ্গা, চরভদ্রাসন, মধুখালী, সালথা। (০৯)

চট্টগ্রাম বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-১১টি, উপজেলার সংখ্যা-১০৪টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া, সীতাকুন্ড, মীরসরাই, পটিয়া, সন্দ্বীপ, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, রাউজান, কর্ণফুলী। (১৫)
০২	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, কুতুবদিয়া, উখিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, রামু, টেকনাফ। (০৮)
০৩	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, কাউখালী, বাঘাইছড়ি, বরকল, লংগদু, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, নানিয়ারচর। (১০)
০৪	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দিঘীনালা, পানছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা। (০৯)
০৫	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, লামা, রুমা, থানচি। (০৭)
০৬	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, হাতিয়া, সুবর্ণচর, কবিরহাট, সেনবাগ, চাটখিল, সোনাইমুড়ী। (০৯)
০৭	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর, রায়পুর, রামগতি, রামগঞ্জ। (০৫)
০৮	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, ফুলগাজী, পরশুরাম, দাগনভূঞা। (০৬)
০৯	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, দেবিদ্বার, বরুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, চান্দিনা, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি, হোমনা, লাকসাম, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, মেঘনা, মনোহরগঞ্জ, সদর দক্ষিণ, তিতাস, বুড়িচং, লালমাই। (১৭)
১০	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাইমচর, কচুয়া, শাহরাস্তি, মতলব উত্তর, হাজীগঞ্জ, মতলব দক্ষিণ, ফরিদগঞ্জ। (০৯)
১১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, নাসিরনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ, আখাউড়া, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, বিজয়নগর। (০৯)

ময়মনসিংহ বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-০৪টি, উপজেলার সংখ্যা-৩৫টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, ফুলবাড়ীয়া, ত্রিশাল, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ধোবাউড়া, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, গৌরীপুর, গফরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, তারাকান্দা। (১৩)
০২	শেরপুর	শেরপুর সদর, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী, নকলা, ঝিনাইগাতী। (০৫)
০৩	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জ। (০৭)
০৪	নেত্রকোনা	নেত্রকোণা সদর, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, কেন্দুয়া, আটপাড়া, মদন, খালিয়াজুরী, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ, পূর্বধলা। (১০)

সিলেট বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-০৪টি, উপজেলার সংখ্যা-৪১টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	সিলেট	সিলেট সদর, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, ওসমানী। (১৩)
০২	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, শান্তিগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, জগন্নাথপুর, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, শাল্লা, দিরাই, মধ্যনগর। (১২)
০৩	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, বড়লেখা, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী। (০৭)
০৪	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, নবীগঞ্জ, বাহুবল, আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই, চুনারুঘাট, মাধবপুর, শায়েস্তাগঞ্জ। (০৯)

রাজশাহী বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-০৮টি, উপজেলার সংখ্যা-৬৭টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	রাজশাহী	পবা. দুর্গাপুর, মোহনপুর, চারঘাট, পুঠিয়া, বাঘা, গোদাগাড়ী, তানোর, বাগমারা। (০৯)
০২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ। (০৫)
০৩	বগুড়া	বগুড়া সদর, কাহালু, সারিয়াকান্দি, শাজাহানপুর, দুপচাচিঁয়া, আদমদিঘি, নন্দিগ্রাম, সোনাতলা, ধুনট, গাবতলী, শেরপুর, শিবগঞ্জ। (১২)
০৪	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি। (০৫)
০৫	পাবনা	পাবনা সদর, সুজানগর, ঈশ্বরদী, ভাঙ্গুড়া, বেড়া, আটঘরিয়া, চাটমোহর, সাঁথিয়া, ফরিদপুর। (০৯)
০৬	নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, বাগাতিপাড়া, লালপুর, গুরুদাসপুর, নলডাঙ্গা। (০৭)
০৭	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, চৌহালি, কামারখন্দ, কাজীপুর, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া। (০৯)
০৮	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, বদলগাছী, পত্নিতলা, ধামইরহাট, নিয়ামতপুর, মান্দা, আত্রাই, রাণীনগর, পোরশা, সাপাহার। (১১)

রংপুর বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-০৮টি, উপজেলার সংখ্যা-৫৮টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর। (০৯)
০২	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ, বোদা, আটোয়ারী, তেতুলিয়া। (০৫)
০৩	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গী। (০৫)
০৪	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, নবাবগঞ্জ, বীরগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, বিরামপুর, পার্বতীপুর, বোঁচাগঞ্জ, কাহারোল, ফুলবাড়ী, হাকিমপুর, খানসামা, বিরল, চিরিরবন্দর। (১৩)
০৫	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ। (০৬)
০৬	রংপুর	রংপুর সদর, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা। (০৮)
০৭	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম, আদিতমারী। (০৫)
০৮	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ী, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি। (০৭)

বরিশাল বিভাগ
(জেলার সংখ্যা-০৬টি, উপজেলার সংখ্যা-৪২টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	বরিশাল	বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর , বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, হিজলা। (১০)
০২	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী। (০৮)
০৩	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা, তালতলি। (০৬)
০৪	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহান উদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, মনপুরা, তজুমদ্দিন, লালমোহন। (০৭)
০৫	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর, কাউখালী, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়ীয়া, নেছারাবাদ, ইন্দুরকানী। (০৭)
০৬	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, কাঁঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর। (০৪)

খুলনা বিভাগ
জেলার সংখ্যা-১০টি, উপজেলার সংখ্যা-৫৯টি)

ক্রম	জেলাসমূহ	উপজেলাসমূহ
০১	খুলনা	পাইকগাছা, ফুলতলা, দিঘলিয়া, রূপসা, তেরখাদা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দাকোপ, কয়রা। (০৯)
০২	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, মিরপুর, দৌলতপুর, ভেড়ামারা। (০৬)
০৩	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর। (০৪)
০৪	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, গাংনী। (০৩)
০৫	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর। (০৬)
০৬	নড়াইল	নড়াইল সদর, লোহাগড়া, কালিয়া। (০৩)
০৭	মাগুরা	মাগুরা সদর, শালিখা, শ্রীপুর, মহম্মদপুর। (০৪)
০৮	যশোর	যশোর সদর, মণিরামপুর, অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর, শার্শা। (০৮)
০৯	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, শরণখোলা, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, মোংলা, চিতলমারী। (০৯)
১০	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, শ্যামনগর, তালা, কালিগঞ্জ। (০৭)

পাঠ– ১২৩

বিশ্ব পরিচিতি

* পৃথিবীতে স্বাধীন দেশ আছে ১৯৫টি।
* জাতিসংঘের সদস্য দেশ ১৯৩টি।
* পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়া এবং ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিকান সিটি।
* সাতটি মহাদেশ নিয়ে পৃথিবী গঠিত। মহাদেশসমূহ হলো: এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এন্টার্কটিকা।
* এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ।
* এছাড়াও ৫টি মহাসাগর রয়েছে, যথা-প্রশান্ত মহাসগার, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আর্কটিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই,পরিবাগ, ঢাকা
www.hindutrust.gov.bd

একনজরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টঃ

'হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সরকারি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালের ৬৮নং অধ্যাদেশ বলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ৪২ নং আইন হিসেবে মহান সংসদে পাশ হয়। ট্রাস্টের একমাত্র কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। সারাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ২১ জন ট্রাস্টি এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, মাননীয় স্পীকার মনোনীত ০২(দুই) জন সংসদ সদস্য সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে ট্রাস্টি ও মনোনীত ট্রাস্টিদের মধ্যে হতে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে ট্রাস্ট পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টে মাত্র ২ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১১ জন দাপ্তরিক জনবল রয়েছে। সরকার প্রদত্ত ১০০ (একশত) কোটি টাকার লভ্যাংশ দিয়ে নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরে ট্রাস্টের অধীনে সময়ে সময়ে গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় ট্রাস্ট হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে আস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলিঃ

(ক) হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, শ্মশান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
(খ) হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
(গ) দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণ;
(ঘ) হিন্দুধর্মীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান;
(ঙ) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা প্রদান;
(চ) হিন্দুধর্মীয় আদর্শ ও দর্শন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
(ছ) হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও অনুবাদ এবং সাময়িকী ও প্রচারপত্র প্রকাশ;
(জ) ধর্মীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন, ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন;
(ঝ) পুরোহিত ও সেবাইতদের ধর্মীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঞ) হিন্দুধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অনুদান, পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি প্রদান;
(ট) প্রাচীন তীর্থস্থান ও পীঠস্থান চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান;
(ঠ) হিন্দু সম্প্রদায়ের দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
(ড) দেশে বিদেশে তীর্থভ্রমণে সহায়তা প্রদান;
(ঢ) হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন;
(ণ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ; এবং উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন করতে পারবে।

শিক্ষাবর্ষ-২০২৬

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

"মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব, তারই প্রকাশ সাধনকে বলে ধর্ম।"
-স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম, বারদী, নারায়ণগঞ্জ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য